জাগরণী

আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী

Contents

জাগরণী

আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

জাগরণী

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা. ফা. বা. প্রকাশনা -১৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০, ০১৭৭০-৮০০৯০০

১ম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭
২য় প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০০০
৩য় প্রকাশ
এপ্রিল ২০১০
৪র্থ সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী ২০১২
৫ম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী ২০২১

মুদ্রণ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র

JAGORANI Published by **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph : 88-0247-860861. Mob: 01835-423410, 01770-800900 E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.hadeethfoundationbd.com.

Contents

সূচীপত্র

১. অহি-র দাওয়াত	৮
২. অন্তরের অন্তর্যামী	৮
৩. অহি-র পথে মোরা ডাকবো	৮
৪. আল-হেরার আলোক ছটা	৯
৫. আহলেহাদীছ আন্দোলনের কভু মরণ নাই	১০
৬. আহলেহাদীছ আন্দোলন	১১
৭. আহলেহাদীছ যিন্দাবাদ	১১
৮. আহলেহাদীছ যুবক দল	১২
৯. আমরা যে নির্ভীক	১২
১০. আহলেহাদীছ ডাক দিয়ে কয়	১৩
১১. আয়রে তোরা আয়	১৪
১২. আর কতকাল খেলবি খেলা	১৪
১৩. আমি অন্ধকার কবরে	১৫
১৪. আমার কি হবে উপায়	১৫
১৫. আজ ছাড়িলাম ভুবন	১৬
১৬. আমাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে	১৭
১৭. আল-কুরআন	১৭
১৮. আফযালুয যিকর	১৮
১৯. আযানের মধুর ধ্বনি	১৮
২০. আমায় কোন গাঙ্গে ভাসাইলি	১৯
২১. আল-কুরআনের সৈনিক	২০
২২. আল্লাহকে ডাক	২০
২৩. আজ হাজতে	২১
২৪. আমরা নবীন আহলেহাদীছ	২১
২৫. আল-হেরার ঐ আলো দিয়ে	২২
২৬. এসো হে যুবক ও তরুণ	২৩
২৭. এসো গাই তাওহীদেরই গান	২৩
২৮. এসো হে তরুণ	২৪
২৯. ইহকালে পরকালে	২৫
৩০. এলো ঐ পাক মাহে রামাযান	২৫
৩১. এলোরে ঈদুল ফিতর	২৬
৩২. এ আবার কোন জ্বালা	২৭
৩৩. ঐ দেখ আজ	২৭
৩৪. ও দরদী আল্লাহ্‌রে আমার	২৮
৩৫. কোন সুরে কে আযানের	২৯
৩৬. কে মুওয়াযযিন দেয়রে আযান	২৯
৩৭. কোন দিন দেখিনি তোমারে	৩০
৩৮. কি হবে গো মৃত্যুর পরে	৩০
৩৯. কুরআন শিক্ষা কর মুসলমান	৩১
৪০. কতই রঙ্গে সাজোরে মন	৩১
৪১. কান্দে কত সোনার ছেলে	৩২
৪২. কুরআন মানতে এসে	৩২
৪৩. কুরআন হাদীছ কোন দিন ভুল না	৩৩
৪৪. কুরআন লয় না	৩৩
৪৫. কুরবানী কর মুমিন	৩৪
৪৬. কে যাবি আয় তোরা	৩৪
৪৭. কি হল এখন	৩৫
৪৮. করোনাকে নয় করো আল্লাহকে ভয়	৩৫
৪৯. গ্রাস করেছে	৩৬
৫০. গাউছুল আযম	৩৭
৫১. গীবত	৩৭
৫২. গোরস্থানের মাটি	৩৮
৫৩. চলরে যুবক চলরে	৩৮
৫৪. চোখ গেলরে, কান গেলরে	৩৯
৫৫. ছেড়ে দে মন দুনিয়াদারী	৩৯

Contents

৫৬. জাগরে যুবক নওজোয়ান ৪০
৫৭. জীবনে কত করেছি ভুল ৪১
৫৮. জান্নাতের পথ কষ্টে ভরা ৪১
৫৯. তোমরা ভুলেই গেছ বীর শহীদদের নাম ৪১
৬০. তুমি অনেক দিলে ৪২
৬১. তাওহীদী এক ঝাণ্ডা ৪৩
৬২. তাওহীদ ও সুন্নাহ্‌র পথে করি আহ্বান ৪৪
৬৩. তাবলীগী ইজতেমা ৪৪
৬৪. তোমরা হওরে মুসলমান ৪৫
৬৫. তোরা দেরে যাকাত ৪৫
৬৬. তুমি আমার খালেক রাযেক ৪৬
৬৭. তোরা ফিরিয়ে দেনারে ৪৬
৬৮. দ্বার খুলি দে দ্বার খুলি ৪৭
৬৯. দেশে এলোরে বালা ৪৭
৭০. দাড়ি কাটা ৪৮
৭১. নবীর দেখানো পথে ফিরে চল ৪৯
৭২. নারীর পর্দা ৪৯
৭৩. নবী মুহাম্মাদ পেয়ারা নবী ৫০
৭৪. নবীর চেয়ে ভালো মানুষ ৫১
৭৫. নভেল পড়ি ৫১
৭৬. দেশে এলোরে বালা ৫২
৭৭. নারী হয়ে জন্ম মোদের ৫২
৭৮. পর্দা পর্দা করে আলেম ৫৩
৭৯. প্রেমের নবীর আশেক ৫৩
৮০. ফুরিয়ে এলো রামাযানের ৫৪
৮১. ফেরি করে ফিরি আমি ৫৪
৮২. বুকে কুরআন মাথায় কাফন ৫৫
৮৩. বিপ্লবী সৈনিক ৫৫
৮৪. বানভাসি মানুষের কষ্টগুলো ৫৬
৮৫. বিচারপতি ৫৭
৮৬. বান্দাদের তরে রহমত ৫৭
৮৭. বলেছেন নবী পড়লে তারাবীহ ৫৮
৮৮. বড় ৫৮
৮৯. বল ও দরদী আল্লাহ ৫৯
৯০. বোরকা পরে চল মা বোন ৫৯
৯১. ভুল ভুল শত ভুল ৬০
৯২. ভাব নিরালায় ৬১
৯৩. ভয় নেইতো মোদের অন্তরে ৬১
৯৪. ভাবো নিরালায় ৬২
৯৫. ভয় নাই ওরে কোন ভয় নাই ৬২
৯৬. ভণ্ড বাবা ৬৩
৯৭. মারহাবা মারহাবা ৬৪
৯৮. মোরা আহলেহাদীছ ৬৪
৯৯. মুজাহিদ জিহাদে মন ঢালো ৬৫
১০০. মরতে হয় যদি মরব ৬৫
১০১. মুমিন ভাই এক ছা‘ করে ৬৬
১০২. মন চায় উড়ে যেতে ৬৬
১০৩. মুজাহিদের ঐ সকল ধনপ্রাণ ৬৭
১০৪. মুসলমানের রক্ত ৬৭
১০৫. মোদের আহ্বান ৬৮
১০৬. মুহার্‌রমের দশ তারিখ ৬৯
১০৭. মোরা গাইনা সঙ্গীত, গাই জাগরণী ৭০
১০৮. মোরা হকের পথের দিশারী ৭০

Contents

১০৯. মোরা আহলেহাদীছ যুবসংঘ ৭১
১১০. মুসলমান সব এক হয়ে যাও ৭১
১১১. মুখে নিয়ে তাকবীর ধ্বনি ৭২
১১২. যুবসংঘ, যুবসংঘ ৭২
১১৩. যার যা আছে তাই নিয়ে ৭৩
১১৪. যৌতুক লোভী মুসলমান ৭৪
১১৫. যেতে হবে পরপারে ৭৪
১১৬. যুক্তিবাদের যুক্তিতে হায় ৭৫
১১৭. রামাযানের ঐ ডাক এসেছে ৭৫
১১৮. রামাযান এলোরে দুনিয়ায় ৭৬
১১৯. শোন শোন মা ভগ্নিগণ ৭৬
১২০. শাহরু রামাযান ৭৭
১২১. শোনরে মুসলমান ৭৮
১২২. শোন বাংলার মুসলমান! ৭৮
১২৩. সকাল হ’ল শোনরে আযান ৭৯
১২৪. সেই জান্নাত আমার কাম্য ৭৯
১২৫. সামনে এগিয়ে চলো ৮০
১২৬. সাবধানে থাকিও মুমিন ৮১
১২৭. সত্যের সংগ্রাম করেছি ৮১
১২৮. সমাজ বিপ্লবের ধারা ৮২
১২৯. হে রহীম হে রহমান ৮২
১৩০. হে মহীয়ান হে গরীয়ান! ৮৩
১৩১. হে ভাবুক ৮৪
১৩২. হাদীছ ভেবে ভুল করে ৮৫
১৩৩. হক বুঝে তুই হকের প্রতি ৮৫

সোনামণিদের জাগরণী

১. ফুটন্ত গোলাপ ৮৬
২. সোনামণি ৮৬
৩. খাঁটি সোনা ৮৭
৪. হে প্রভু ৮৭
৫. প্রার্থনা ৮৮
৬. আম্মু বলেন ৮৮
৭. আমার নাহি নাহি ভয় ৮৯
৮. ডাকছে ৮৯
৯. চল ৯০
১০. শিক্ষা জাগরণী ৯০
১১. সোনামণির ইচ্ছা ৯১
১২. তওবা ৯২
১৩. সোনালী অতীত ৯২
১৪. এসো হে জনতা ৯৩
১৫. আল্লাহ আমার রব ৯৩
১৬. আমরা সোনামণি ৯৪
১৭. আমরা ফুলের কলি ৯৪
১৮. কুরআন শিক্ষা ৯৫
১৯. সীমাহীন রহস্য ৯৫
২০. বাতিলের ঐ বন্ধ দুয়ার ৯৬

প্রকাশকের নিবেদন

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম

কবিতা ও গানের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ ও অনুপ্রেরণা জাগানো মানুষের সুপ্রাচীন রীতি। তার সঙ্গে সুরের মূর্ছনা শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে। এর দ্বারা তাকে যেমন ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তেমনি অন্যায় কাজে প্ররোচিত করা হয়। এজন্যই হাদীছে এসেছে, 'কবিতার ভালগুলি ভাল ও মন্দগুলি মন্দ' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮৬৫)*।

প্রত্যেক জাতির রয়েছে স্বতন্ত্র কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। মুসলিম জাতির রয়েছে পৃথক তাহযীব ও তামাদ্দুন। এই স্বাতন্ত্র্য ফুটে ওঠে তার ভাষায় ও সাহিত্যে, কবিতায় ও গানে। দুঃখের বিষয়, আজকে মুসলিম সমাজ তার স্বকীয় ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে। আমাদের সমাজ জীবনে আজ স্থান করে নিয়েছে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির জোয়ার। অন্যদিকে ইসলামী সংগীতের ভুবনে আসন করে নিয়েছে বিভিন্ন শিরক ও বিদ'আতী গান ও কবিতা সমূহ। এসবের বিপরীতে 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' সংস্কারের দৃঢ় বার্তা নিয়ে সমাজকে উপহার দিয়েছে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী কবিতা ও গানের এক গুচ্ছ গোলাপের ডালি। এজন্য তারা তাদের সংগীতকে 'জাগরণী' বলে অভিহিত করেন। আমরা তাদের এই সুন্দর প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। পুঁতিগন্ধময় সমাজকে তারা করে তুলুক সুরভিত, তাওহীদ ও সুন্নাহ্‌র আলোকে যাবতীয় অন্ধকার হৌক দূরীভূত, 'আল-হেরা'র আলোকচ্ছটায় বাংলার গ্রাম-গঞ্জ ও প্রতিটি গৃহকোণ হৌক আলোকিত- আমরা সেই কামনা করি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'র এই অক্লান্ত শ্রম ও খালেছ নিয়তকে কবুল করুন এবং জাগরণী বইটি প্রকাশে যারা যতটুকু সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

‘আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী’র

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৯১ সালের ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমার পরপরই মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ছাহেবের প্রস্তাবক্রমে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ বৈঠকের পরামর্শ অনুযায়ী জয়পুরহাটের নবাগত তরুণ শিল্পী শফীউল আলম (পরবর্তী নাম ‘শফীকুল ইসলাম’)-এর নেতৃত্বে ‘আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী’র পদযাত্রা শুরু হয়। ইসলামী জাগরণী ও কবিতা সমূহকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছমুখী করার মহান লক্ষ্যে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ অহি-র প্রথম অবতরণস্থল ঐতিহাসিক ‘হেরা’ গুহার নামানুসারে আহলেহাদীছ তরুণ শিল্পীদের এই সংগঠনকে ‘আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী’ নামকরণ করা হয়, যা ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর সাহিত্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০১ সেশন থেকে কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। বর্তমানে তা ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। আল্লাহ প্রদত্ত অমূল্য নে‘মত সুললিত কণ্ঠগুলি আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বাস্তবায়নে ব্যয়িত হউক, আল-হেরার জান্নাতী পথে তারা সমবেত হয়ে সমাজ বিপ্লবে অবদান রাখুক সেই আশা রেখেই আজকের মত শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

মুহাম্মাদ মুসলিম
সম্পাদক
সাহিত্য বিভাগ
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

অহি-র দাওয়াত

-মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন, পাবনা।

অহি-র দাওয়াত নিয়ে আজি তোমরা আবার কে
ইসলামী দল হালি, হালি (২) ফের্ক্বা করেছে
আমি কোন দিকে যাই পড়ে আছি গোলক ধাঁধাতে। -ঐ
ওরা বলে দেখ শুধু ছালাত পড়ে কে
আর তোমরা বল ঐ নামাযী যাবে ওয়েলে
ওরা বলে খুঁটি নাটি ছেড়ে দিয়ে ঐক্য হ'তে আয়
তোমার দাবি অহি-র বিধান মানবে না তাই খুঁটি নাটি কয়
ভেঙ্গে চুরে দিয়ে যত রসম রেওয়াজ কে। -ঐ
মোরা কে? মোরা মুহাম্মাদী মোরা আহলেহাদীছ
নবী মোদের মুহাম্মাদ সেই তরীকাতে
অন্য নামে নাম তাই রাখিনি রে। -ঐ

অন্তরের অন্তর্যামী

-বেগম সেলিনা আখতার, ঢাকা।

অন্তরের অন্তর্যামী আছ তুমি কোন খানে (২)
তোমাকে খুঁজে ফিরি এখানে-ওখানে। -ঐ
আরশেতে আছ তুমি জানি ওগো দয়াময় (২)
তুমি যে আমার কাছে (২) চির জ্যোতির্ময়। -ঐ
তোমাকে স্মরণ করে পড়ি ওগো ছালাত (২)
তুমি সদা বিরাজিত মালিক মহারাজ। -ঐ
যদিও কখনও পাপ করি কোন খানে (২)
ক্ষমা করে দিও প্রভু (২) তুমি নিজ গুণে। -ঐ

অহি-র পথে মোরা ডাকবো

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, বগুড়া।

কুরআনের পথে মোরা চলবো
হাদীছের কথা সদা বলবো॥

Contents

আসুক যতই বাঁধা এই পথে
আসেও যদি মরণ এই পথে
অহি-র পথে মোরা ডাকবো ॥ -ঐ
ঈমান ও আমলের ঐকতানে
তাওহীদী চেতনায় গড়ব সমাজ,
জাহেলিয়াতের দ্বারে হানবো আঘাত
আক্বীদায় বিপ্লবী মোদের কণ্ঠ দরাজ।
কথা, কলম, সংগঠনে
বাতিলের শক্তি রুখবো ॥ -ঐ
বিজাতীয় দর্শন-মতবাদ রুখে
গড়ব মোরা ঈমানী প্রাচীর,
শিরক ও বিদ‘আতের বেড়াজাল ছেদ করে
থাকব মোরা আপোষহীন শির।
জান্নাতী কাফেলায় শরীক থেকে
অহির পথে সদা চলবো ॥ -ঐ

আল-হেরার আলোক ছটা

-মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন, কুষ্টিয়া।

আল-হেরার আলোক ছটা পড়িল ধরায়
নিখিল ভুবন আলোকিত, আলোক ইশারায়।
জ্ঞানের স্বর্গ আল-হেরা
ধ্যানের স্বর্গ আল-হেরা
আল-হেরা তোমারে চায়
হাঁটি হাঁটি পায়ে পায়ে খুঁজিয়া বেড়ায়। – ঐ
চমকে ওঠে আল-হেরা আতঙ্কে
গায়েবী সালাম হয় আশংকে
সামনে দেখে সেই সে লোক
ভয় পায় আত্মলোক,
বলে মুহাম্মাদ তুমি পড়, পড় আল্লাহ্‌র নামে তুমি পড়। –ঐ
সেই হ’তে শুরু হয় জ্ঞান প্রভাত

সৃষ্টি করে রাসূলের ধৈর্য স্বভাব
বিশ্ববাসীর অহি-র জ্ঞান, পূর্ণ আছে আল-কুরআন
এর আলোকে তুমি জীবন গড়।
গড় আল্লাহ্‌র নামে জীবন গড়। -ঐ
আল-কুরআন আল-হাদীছের অনুসারী
করছে তারা যথা তথা তাবেদারী
‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ মানে না কারো আস্ফালন
আল-হেরার সঙ্গীত নিয়ে লড়
কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে দেশ গড়। -ঐ

আহলেহাদীছ আন্দোলনের কভু মরণ নাই

-ড. মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের কভু মরণ নাই
সকল পথের মরণ হ’লেও হকের পতন নাই। (২)
এক আল্লাহ্‌র উলূহিয়াত এক নবীরই এক ইমামত
কায়েম করতে কুরআন-সুন্নাহ্‌ কোশেশ নিরন্তর
ভয় করি না বুলেট-বোমা ঈমানী অন্তর
এক নীতিতে আল্লাহ্‌র পথে ডাকে সর্বদাই। -ঐ হকের মরণ....
কত নেতা জেলে গেল কত বন্ধু কাজ হারাল
নির্যাতনে ঘর ছাড়িল হাযার সজন
হাফিযুর ভাই বিলাইল অকাতরে জীবন
দারুণ ব্যথা বুকে লয়ে করে যাই লড়াই। -ঐ হকের মরণ.....
ইমাম মালেক নির্যাতিত আবু হানীফা নিষ্পেষিত
বিন তায়মিয়ার হ’ল মরণ অন্ধ কারাগারে
জেলের মধ্যে বিন হাম্বলের আঘাতে খুন ঝরে
তাদের কথা স্মরণ করে শান্তি খুঁজে পাই। -ঐ হকের মরণ....
যুলুম তোমরা করো যত ভীতি দেখাও অবিরত
অপবাদ দাও শত শত মনে চায় যেমন
মিথ্যা মামলা দিয়ে করো মানির মান হরণ
আল্লাহ তা‘আলার আদালতে জাহান্নামে ঠাঁই। -ঐ হকের মরণ ...

আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন, পাবনা।

আহলেহাদীছ আন্দোলন, আহলেহাদীছ আন্দোলন
বিশ্ব জুড়ে সুর উঠেছে আহলেহাদীছ আন্দোলন
সারা দুনিয়ায় সুর উঠেছে আহলেহাদীছ আন্দোলন
আন্দোলন আন্দোলন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। -ঐ
বাতিলের ঐ পথের বাধা, আহলেহাদীছ আন্দোলন
তাক্বলীদের ঐ পথের কাঁটা, আহলেহাদীছ আন্দোলন
আঁধার রাতের পথের মশাল, বলতে পার কোন সে দল?
'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। -ঐ
পুঁজিবাদের সর্বনাশ আহলেহাদীছ আন্দোলন
কার ধ্বনিতে কাঁপতে থাকে দ্বৈতবাদের ঐ আসন
আহলেহাদীছ আন্দোলন। -ঐ
শান্তি ফিরে আনবে কে? আহলেহাদীছ আন্দোলন
আল-জিহাদের ময়দানে, আহলেহাদীছ আন্দোলন
'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বিপ্লবী এক বিস্ফোরণ
দাওয়াত ও জিহাদের আলোড়ন
আহলেহাদীছ আন্দোলন। -ঐ

আহলেহাদীছ যিন্দাবাদ

-মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন, কুষ্টিয়া।

যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ, আহলেহাদীছ যিন্দাবাদ
নির্ভেজাল তাওহীদের পতাকা তলে আয়রে দলে
হয়ে আজকে রে আযাদ
যিন্দাবাদ যিন্দাবাদ যিন্দাবাদ।
আমরা মানি না ফেরকাবন্দী
মানি না কারো ফন্দি
মানি না মাযহাব ভণ্ড পীরের হাতে গড়া যত গণ্ডী,
আমরা ভাঙ্গিব বৃত্ত সমাজে

প্রশস্ত চিত্ত লাগাব কাজে
আছে এ বিশ্বাস অগাধ
যিন্দাবাদ যিন্দাবাদ যিন্দাবাদ। -ঐ।

আহলেহাদীছ যুবক দল

-আব্দুস সুবহান, বগুড়া।

আহলেহাদীছ যুবকদল সম্মুখ পানে এগিয়ে চল,
দাওয়াত ও জিহাদ ছাড়া কেমনে পাবি নাজাত তোরা
সম্মুখ পানে চলরে ছুটিয়া, মুক্তির গান যাওরে গাহিয়া ॥
নমরূদ আর রোহবান যত শিরক-বিদ‘আত করছে কত
ফেরাঊন আবুজেহেল শত এই জাহানে ঘুরছে কত
যথা তথা করছে যুলুম দেখরে চাহিয়া ॥ সম্মুখ পানে..... ।
বজ্র হাতে ধররে অসি যালেমের খঞ্জর পড়ুক খসি
নারায়ে তাকবীর ধ্বনি উঠুক কেঁপে এই ধরণী
ঊর্ধ্বে তুলে আল্লাহ্‌র বাণী যাওরে গাহিয়া ॥ সম্মুখ পানে.... ॥
হানরে আঘাত গর্দানেতে ঝরুক লহু এই ধরাতে
আযাযীলের দোসর মস্তক হৌক ভূলুণ্ঠিত
বীর মুজাহিদ চলরে গাহিয়া ॥ সম্মুখ পানে.......... ॥
কুফরীতে যারা উঠিছে মাতি, নিভে দে তাদের কবরের বাতি
শয়তানের আখড়া ভেঙ্গেচুরে শিরনী মানত ফেলরে দূরে ॥
সম্মুখ পানে... ॥
হোক সব যালেমের পতন, ঐ চেয়ে দেখ কালেমার কেতন
নতুন রবি উঠল এবার নেইতো সময় আর ঘুমাবার
তাক্বলীদের ঐ মিথ্যা মোহ যাক রে টুটিয়া ॥
সম্মুখ পানে.... ॥

আমরা যে নির্ভীক

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা।

আমরা যে নির্ভীক কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মুজাহিদ
মানি না কারো মোরা আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ ছাড়া

করি না কারো তরে কুর্নিশ ॥ -ঐ
মোরা রাসূলের জীবনের সংগ্রামী প্রতীক
মোরা ছিদ্দীক্ব মোরা ফারূক
মোরা হক ও বাতিলে পৃথক করি
আসল-নকল আর ঠিক ও বেঠিক ॥ -ঐ
মোরা কুরআনে ঘোষিত হিযবুল্লাহ
মোরা হাদীছে ঘোষিত সায়ফুল্লাহ,
মোরা যুগশ্রেষ্ঠ গাযী রফী মোল্লা
মোরা স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর তিতুমীর ॥ -ঐ
শিরক ও বিদ‘আতের স্রোতে মোরা নিশ্চল
মোরা বাতিলের ধাক্কায় পর্বত অটল
তাওহীদের সেবায় মোরা হাবশী বেলাল
মোরা কুফরী মতবাদে দেই শত ধিক ॥ -ঐ
মোরা যালিমের মৃত্যু মাযলূমের প্রাণ
হাতিয়ার হ’ল মোদের পূর্ণ ঈমান
শক্তি যোগায় মোদের আল-কুরআন
মোরা মানব জীবনে আঁকড়ে ধরি সুন্নাহ নবীর ॥ -ঐ

আহলেহাদীছ ডাক দিয়ে কয়

-আমীরুল ইসলাম মাস্টার, রাজশাহী।

আহলেহাদীছ ডাক দিয়ে কয় আয়রে তোরা আয়!
এক কাতারে হওরে শামিল বিশ্বের মুসলিম ভাই।
এক কা‘বা এক কুরআন মানি, এক আল্লাহ এক রাসূল জানি।
তবে কেন দলাদলির লইব আশ্রয়। -ঐ
শিরক ও বিদ‘আত মিটিয়ে দিয়ে তাওহীদের পথটি বেয়ে
এক সারি এক কাতার হয়ে আল্লাহ্‌র পথে যাই।
আয়রে তোরা আয়.........।
মাযহাব-ফেরক্বার এই ভেদাভেদ, ভেঙ্গে দিয়ে সকল বিভেদ
আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ নিয়ে এক হ’তে আজ চাই।
আয়রে তোরা আয়.......।

আয়রে তোরা আয়

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

আয়রে তোরা আয়, ওরে মুমিন ভাই
রামাযানেরই চাঁদ উঠেছে
কে দেখিবি আয়।
রহমতেরই ধারা নিয়ে এল এ রামাযান
পাপী তাপীদের ধুয়ে মুছে করতে পুণ্যবান।
শয়তানের পায়ে শিকল
পরিয়ে দিয়ে করল বিকল
ওরে দেব না দেব না ছেড়ে এ দুষ্ট কামনায়
কে দেখিবি আয়.....। -ঐ
আল্লাহ হেসে বলবেন ও ফেরেশতা দেখ বান্দাদের
রং বেরঙের খাবার রেখে ছিয়াম কার খাতের?
আমি সেই ছিয়ামের নেকী নিজেই দিব
কোনই হিসাব না রাখিব
দিতে পারবি না পারবি না তোরা ছেড়ে দে আমায়
কে দেখিবি আয়....। -ঐ
ওরে ইচ্ছা করে একটি ছিয়াম ছাড়বে যে এ দিনে
পাবে না তার পূর্ণ নেকী কভু এ জীবনে
ক্বদর রাতের বন্দেগীর নেকী
সহস্র মাসের পায়। -ঐ

আর কতকাল খেলবি খেলা

-শিহাবুদ্দীন সুন্নী, গাইবান্ধা।

আর কত কাল খেলবি খেলা ঘরে যাবি কোন সময়
চেয়ে দেখ সবাই ফিরে, আপন আপন নযর করে,
ঐ যে বেলা ডুবে যায়। -ঐ
আপন মনে খেলছ খেলা ওদিকে ডুবিছে বেলা
খেলা খেলিয়া মাখছো ধুলা শিশুর মত তামাম গায়। -ঐ
এ ধুলা তো নয় সঠিক ধুলা, শুধু পাপ আর গুনাহ্র ধুলা

এ ধুলা মাখিয়া কত পাইছে ভীষণ যন্ত্রণা। -ঐ
ছাড় ছাড় ছাড় খেলা, এখনো রয়েছে বেলা
দিন থাকিতে কর সন্ধান নবীর দ্বীন আছে কোন জায়গায়। -ঐ
স্বচ্ছ নদীর জলে ডুবে দেওরে খেলা সব ফেলে
গোসল করে ঘুরে গেলে শুইবে শান্তির বিছানায়। -ঐ
তওবা নদীর পানি দ্বারা ধৌত কর বদন সারা
শিক্ষা কর দ্বীনী এলেম জলদী গিয়া মাদরাসায়। -ঐ

আমি অন্ধকার কবরে

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

আমি অন্ধকার কবরে আছি বড় বিপদে
বাহিরের মানুষ কাজে লাগে না। -ঐ (২বার)
সোমবার আর বৃহস্পতিবার দো‘আ কবুলের দিন বার
কেন গো দো‘আ তোমরা করো না...। -ঐ
কবরেতে আছে যারা শুধু দো‘আ চায় তারা ...।
দো‘আ ছাড়া অন্য কিছু চায় না ...। -ঐ
জান্নাতের সুগন্ধি কেমন আমি জানি না,
জাহান্নামের আগুন চোখে পড়ে না,
শুনেছি, জাহান্নামের আগুন বড় ভয়ের কারণ (২)
আল্লাহ তুমি জাহান্নামে দিয়ো না ...। -ঐ
দুনিয়াতে আছ যারা কবরপূজা ছাড়ো তারা,
দুনিয়াতে আছ যারা পীরপূজা ছাড়ো তারা,
না ছাড়িলে জান্নাত পাওয়া যাবে না।
জান্নাতের সম্বল নেকী হ’ল আসল ধন।
জান্নাতের সম্বল ছালাত হ’ল মূলধন।
ছালাত ছাড়া জান্নাত পাওয়া যাবে না। -ঐ

আমার কি হবে উপায়

-আব্দুস সাত্তার, বগুড়া।

আমার কি হবে উপায়, আমার কি হবে উপায়,
শিশুকাল কোলে কোলে কেটে গেল ভাই।

যৌবনকাল ভোগ-বিলাসে উড়িয়ে দিলাম হায়,
নিদানকাল কখন এল জীবনটা মোর এলোমেলো (২)
হিসাব করি নাই ... (ঐ)
সহায়-সম্পদ সবই ফেলে গেল যে সবাই
আমীর-ফকীর কত গেল কেউতো ফিরে নাই (২)
কত জনার রাখলাম গোরে আপন হাতে দাফন করে, হুঁশ করি নাই। -ঐ
কবর ও দোযখের আযাব সইব কেমনে ভাই
হাশর ও পুলছিরাত আমি কেমনে উড়ে যাই
মরণের কঠিনকালে সঙ্গী সাথী কেউ না মিলে
এখন কোথা যাই ...। -ঐ
বারে বারে হজ্জ করি সূদ ছাড়ি নাই
ইমামতি করি আমি হারাম রূযী খাই
কত জনার করলাম ক্ষতি, তবু আমি বিচারপতি, এখন কি উপায়! -ঐ
ডবল কামেল ওস্তাদ আমি টিভি ছাড়ি নাই
ফৎওয়া দিচ্ছি ভুরি ভুরি নিজের আমল নাই
এলেম ছাড়া আলেম হইয়া বেদ্বীনী কাজ কত কইরা
আমল করলাম ছাই ... -ঐ
গান-বাজনা নভেল-নাটক কিছুই ছাড়ি নাই
কুরআন-হাদীছ কত শুনলাম আমল করি নাই
ছিয়াম-ছালাত না পড়িয়া দুনিয়ার মোহে রই মজিয়া, এখন কোথা যায়?
আমার চেয়ে বড় পাপী কেহ বুঝি নাই,
শিরক-বিদ‘আত করছি যত, লেখা-জোখা নাই,
নবীর তরীক্বা ছেড়ে দিয়ে বহু তরীক্বায় আমল করে
সব হারালাম হায় ... । -ঐ

আজ ছাড়িলাম ভুবন

আজ ছাড়িলাম ভুবন আইলো মরণ আর তো ছাড়ল না
একবার ধরিলে এ ঘুম আরতো ছাড়ে না॥ ২ বার
দু’দিনেরই সময় নিয়া গেছিলাম বাজারে
রাগের মাথায় কত কিছু বইলাছি কাহারে

মনে রেখো না কিছুই তোমরা কইরা দাও ক্ষমা
তাড়াতাড়ি কাফন আমায় দাওরে পরাইয়া॥ -ঐ
তিন খণ্ড কাফন আমায় দাওরে পরাইয়া
মাটির একখান ঘর বানাইয়া দাওরে শোয়াইয়া
কোথায় আছ দরদী আমার আছ বসিয়া
তাড়াতাড়ি বাঁশের পালং আনরে সাজাইয়া॥ -ঐ
ঘরে রমণী কান্দে বসে কান্দে বাছাধন
ভাই-বেরাদার সবাই কান্দে ঝরাইয়া নয়ন॥ ২বার
সবাই এসে চোখের জলে দেখবে মোর শয়ন
কান্দিয়া ভাসাইবে তারা জলে দু'নয়ন॥ -ঐ

আমাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা

আমাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে
রাগ করে তুমি কি বলবে ওগো
রাখ রাখ অত সব প্রশ্ন রাখ
বেশীর ভাগ লোক দেখ করছেটা কি?
তবু বলি বন্ধু, রাগ কর না
সংখ্যালঘু বলে ঘৃণা কর না।
কুরআন-হাদীছ মেনে চলতে চাওয়া
সেটা অপরাধ তুমি বলবে নাকি?
কৃতজ্ঞ মানুষের সংখ্যা তো কম
বলেছেন আল্লাহ তাহার কালাম
তবুও রাগের স্বরে গোস্বা করে
বেশীর ভাগের দোহাই দেবে না-কি?

আল-কুরআন

-আব্দুস সালাম, দিনাজপুর।

আল-কুরআন তোমায় দেখিয়ে দিবে জান্নাতেরই ঠিকানা
ছহীহ হাদীছ দেখিয়ে দিবে বেহেশতেরই ঠিকানা

যদি বুঝে পড় কুরআন সঠিক পথের পাইবে সন্ধান
সেই পথে হও আগুয়ান আমল কর সব জনা। -ঐ
কোন্টা হালাল কোন্টা হারাম পড়লে বুঝবি আল্লাহ্র কালাম
কোন্ পথে চলবে তুমি কোন্ পথে আছে মানা। -ঐ
ছালাত নাহি করবে কাযা দিবে যাকাত করবে ছিয়াম
কেমন করে করবি আদায় দেখ হাদীছের বর্ণনা। -ঐ
আল্লাহ পাকে করছে মানা দলে দলে ভাগ হবে না
ছাড় সবাই শিরক ও বিদ‘আত বিশ্বনবীর বর্ণনা। -ঐ

আফযালুয যিকর

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলরে আমার মন
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলরে আমার মন
মউত এর সময় বুঝিতে পারিবে মন
মউত এর সময় বুঝিতে পারিবে মন
তাওহীদ কালিমার কতই গুণ। -ঐ
কবরে শুইলে বুঝিতে পারিবে
আফযালুয যিকরের কতই গুণ। -ঐ
হাশরের মাঠে বুঝিতে পারিবে মন
তাওহীদ কালিমার কতই গুণ। -ঐ
মীযানের পাল্লায় দেখিতে পারিবে মন
পুলছিরাতের উপরে দেখিতে পারিবে মন
তাওহীদ কালিমার কতই গুণ। -ঐ

আযানের মধুর ধ্বনি

-মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার।

আযানের মধুর ধ্বনি কতই শুনি
আমি অধম দিন রজনী আযানের মধুর ধ্বনি (২)
মায়াবী দুনিয়াদারী আমায় নিল পাপে টানি

মহা পাপের হাতছানিতে ছুটে চলে মন পাষাণী
হৃদয় আমার পাপের খনি আল্লাহ্‌র হুকুম তাই মানিনি
ভোগ বিলাস আর রঙ তামাশায় কাটিয়ে দিলাম জীবন খানি- ঐ
দুনিয়া মায়াবীনী ডাকে আমায় সারাদিনি।
তাইতো আমার মন জগতে নবীর দ্বীনের দ্বীপ জ্বলেনি
মন আমার বিদ‘আতের খনি নবীর হাদীছ তাই মানিনি।
বিদ‘আতী আমল মাঝে কাটিয়ে দিলাম জীবন খানি -ঐ
শিরক এর মহাপাপ কিনি আমায় দিল মুশরিক বানি
ছবি, মূর্তি কবরপূজায় অস্ত গেল দিনমণি
মন আমার দ্বি-চারিণী পর্দার হুকুম তাই মানিনি।
বে-পর্দায় চলে ফিরে হ’লাম আমি কলংকিনী
কোরআন এর মহা বাণী আমার মনে দাগ কাটেনি
সূদ-ঘুষ আর হারাম কাজে তাইতো আমার মন ফেরেনি। -ঐ

আমায় কোন গাঙ্গে ভাসাইলি

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

আমায় কোন গাঙ্গে ভাসাইলি আল্লাহ কূল-কিনারা নাই
আমি তরি কিনা, ডোবে নৌকা সাবধানে চালাই। -ঐ
নাই নাইরে কূল-কিনারা নাই...। -ঐ
ঝড় তুফানে গাঙ্গে তরী, বাইয়া যেতে ভয় না করি
ও, ওরে দয়াল, ঝড় তুফানে ...।
ও তুই থাকিস যদি সঙ্গে আমার শংকা কিছুই নাই।
আমায় কোন গাঙ্গে .....।
মোর নবীজী পাকা মাঝি তাঁর ধরেছি হাল
দয়াল-রে তাঁর দিশাতেই বৈঠারে বাই তুইলা দিয়া পাল
দয়াল তুইলা দিয়া পাল।
ও নাও বিদ্যুৎ বেগে যায় ছুটিয়া
সকল বাধা যায় টুটিয়া
ও ওরে দয়াল, বিদ্যুৎ বেগে ....।
ও তোর পাই যদি গো খাছ করুণা পার হব নিশ্চয়।

আল-কুরআনের সৈনিক

-মুহাম্মাদ হারুনুদ্দীন।

আল-কুরআনের সৈনিক আমি নেই তো পরাজয়
এক আল্লাহ্র গোলাম আমি এই তো পরিচয়
আমার এই তো পরিচয়।
এই পৃথিবীর সবই নকল আসল কিছু নয়। -ঐ
কুরআন হাদীছ শাসনতন্ত্র রাসূল আমার নেতা
উৎসাহ মোর চির অম্লান ইতিহাস বীর গাথা
এক আল্লাহ ছাড়া আমার দিলে নেই তো কোন ভয়
এক আল্লাহ্র গোলাম..............।
জীবনের চেয়ে ঈমানের দাম জানো অনেক বেশী
তবে কেন ঈমান ছেড়ে জীবন পেয়েও খুশি
তোর ঐ ঈমানের মাঝে আছে মুনাফিকের জয়।- ঐ
গোলাম বলে মাথা নোয়াও ছালাতের মাঝে
সেই আল্লাহ্র সাথে বে-ঈমানী কর সকাল সাঁঝে
তাকে সকল ক্ষেত্রে না মানিলে কিছু গ্রহণযোগ্য নয়
এক আল্লাহ্র গোলাম..............।
ঈমানদারীর মাঝে কর ভণ্ডামী যত
সময় মত খাইবে ধরা ছাড়া পাবে নাতো
সেই বিধাতাকে সহায় করে পথ চলো নির্ভয়
এক আল্লাহ্র গোলাম..............।

আল্লাহকে ডাক

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

আল্লাহকে ডাক রে বান্দা, আল্লাহকে ডাক (২)
আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে গুনা হবে মাফরে বান্দা।
আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে জীবন চলে যাক রে বান্দা। -ঐ
যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলেন তিনি
এখন তোমার সব হয়েছে পর হয়েছেন তিনি রে বান্দা পর হয়েছেন তিনি

আবার যখন তোমার কেউ থাকবে না তখন থাকবেন তিনি রে বান্দা। -ঐ
যখন তুমি ছোট ছিলে দাঁত ছিল না মুখে
তরল খাবার দিলেন আল্লাহ মায়ের বুকেতে
সেই আল্লাহরে কেমনে ভুলে থাক আমার বুঝে আসে না রে বান্দা
আল্লাহকে ডাক রে বান্দা আল্লাহকে ডাক। -ঐ

আজ হাজতে

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

আজ হাজতে কাল কি হবে তা জানি না
শুধু তুলতে চাই আখেরের ফসল। ২ বার
নির্যাতনের শিকলে বন্দী মোরা
রুখে দাঁড়াও হে যুবকেরা
সইব না আর মোরা এই নির্যাতন। ২ বার ঐ
জানি না কত দিন থাকতে হবে
কবে আমাদের মুক্তি হবে। ২ বার
সেদিন মায়ের চেহারা হবে আলো ঝলমল। ২ বার ঐ
যুলুমের শিকলে বন্দী মোরা
রুখে দাঁড়া হে মুসলিম তোরা
সইব না আর মোরা এই নির্যাতন। ২ বার ঐ

আমরা নবীন আহলেহাদীছ

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, বগুড়া।

আমরা নবীন আহলেহাদীছ,
অহি-র পথের নওজোয়ান
শিরক ও বিদ'আত দূর করতে
তাওহীদী সুধা করেছি পান॥
বদর, ওহোদ, খন্দক এবং
মূতার তপ্ত ময়দানে,
বিলিয়ে দিলেন জীবন যারা,

অহির বাণীর জয়গানে॥

ঈমান ও আমলে হয়ে বলীয়ান
করেছে কায়েম ইলাহী বিধান,
সমাজ গড়ার এই রাজপথে হইনি মোরা ম্রিয়মাণ॥ -ঐ
বালাকোটে মোরা শহীদ হয়েছি,
ভয় করিনি কোন তোপ কামান,
জীবন দিয়েও রেখেছি অটুট
প্রভুর দ্বীনের জয় নিশান॥

শাহ ইসমাঈলের জিহাদী হুংকার
করেছে শিরকের ভিত চুরমার,
সেই হুংকারী তেজ আমাদের বুকে আজো রয়েছে দীপ্তিমান॥
বাতিলের সাথে আপোষ করিনি,
করেছি মোরা কারাবরণ,
নির্যাতনের শত কষ্টেও
রবকে সদা করেছি স্মরণ॥

আক্বীদা রেখে নির্ভেজাল
দূর করেছি কত জঞ্জাল,
কষ্ট পেয়েছি আঘাত সয়েছি অটল রেখেছি দাওয়াতী প্রাণ॥ -ঐ

আল-হেরার ঐ আলো দিয়ে

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, বগুড়া।

আল-হেরার ঐ আলো দিয়ে গড়ব মোরা জীবনটাকে
অহি-র স্নিগ্ধ প্রভা দিয়ে সাজাব এই ভুবনটাকে॥
দ্বন্দ্ব-ফাসাদ-ফের্কাবন্দির শিকলটাকে গুড়িয়ে
এক কাতারে হওরে শামিল দৃপ্ত শপথ নিয়ে,
তীব্র ঝড়েও আগাও তোমার ক্ষিপ্র চরণটাকে॥-ঐ
পাহাড় সম আসবে বাঁধা সংস্কারের পথে
তাই বলে কি ভীতুর মত থাকব ঘরে লুকিয়ে,
আঁধার রাতে ছড়িয়ে দেব হকের কিরণটাকে॥-ঐ

দ্বীনের দাওয়াত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেব আমরা
গড়বো হেথা সোনার সমাজ অহি-র জ্ঞানে ভরা॥
সবার তরে খুলব অহি-র তোরণটাকে॥

এসো হে যুবক ও তরুণ

-মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, সাতক্ষীরা।

এসো হে যুবক ও তরুণ তাওহীদী যুব কাফেলায়
এসো হে যুবক ও তরুণ
বুকে ঈমান লয়ে মুখে কালেমা বলে
বীরের সাজে এসো হে
শাহাদাতের তামান্নায়।
অলস হয়ে থেকো না,
সময় হয়েছে এখন। -ঐ
বাতিল আজিকে দুনিয়ায়
জোট বেঁধেছে তারা সবাই
জিহাদী বেশে এসো গো,
বাতিল হটানোর তরে
ঘুমিয়ে আর থেকো না,
জাগিয়ে তোল এ ভুবন। -ঐ
‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’
ডাকছে তোমায় অহরহ
নবীন তরুণ এসো হে, শপথ নিয়ে বুকেতে
কুরআন হাদীছের আলোকে,
গড়বো মোদের এ জীবন। -ঐ

এসো গাই তাওহীদেরই গান

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা।

এসো গাই তাওহীদেরই গান
এসো গাই ঈমানেরই গান ॥

Contents

ঈমান হ'ল আসল খুঁটি
তার সাথে নাই কোন জুটি
ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত
তাহার-ই কারণ। -ঐ
তাওহীদ হ'ল একত্ববাদ
এছাড়া সব শিরক ও বিদ‘আত
তাওহীদ ছাড়া মুসলমানের
নাই কোন শ্লোগান। -ঐ
তাই শিরক-বিদ‘আত পায়ে দলে
তাওহীদের পতাকা তলে
আহলেহাদীছ যুব কাফেলা
হইছে আগুয়ান। -ঐ

এসো হে তরুণ

-মাহমূদুর রহমান, বগুড়া।

এসো হে তরুণ এগিয়ে এসো ঈমানী মশাল হাতে
এগিয়ে এসো তাওহীদী পথে বাধা যত আসুক তাতে।
জাহেলিয়াতের গাঢ় আঁধারের কাল বেড়াজাল ছিঁড়ে
হে তরুণ জলদী এসো মুক্তির পথে ফিরে।
কাটিয়ে এসো ভ্রান্তি আর ভেদাভেদ সংশয়
জিহাদী পথে এসো এগিয়ে, নেই তোমাদের ভয় ॥
দৃঢ়চিত্তে এসো হে তরুণ করো নাকো সংশয়
ভরসা মোদের মহান আল্লাহ আমাদের হবে জয় ॥
যৌবনের এ রক্ত মোদের আমানত আল্লাহ্‌র
অন্ধের মত বাতিলের পিছে ছুটব না তাই আর ॥
হক-এর সাথে বাতিলের যতই বাধুক না সংঘাত
আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম করতে হাতে মিলাব হাত ॥
বাতিল শক্তি চূর্ণ করতে হানব বজ্রাঘাত
মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ ॥

ইহকালে পরকালে

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

ইহকালে পরকালে চাও যদি ভালরে মুমিন ভাই
কুরআন ও হাদীছের পথে চলো
আল্লাহ-রাসূলের পথে চলো। -ঐ
বিশ্ব শান্তির নিশ্চয়তা শুধু এ পথে
সকল কিছুর হক সমাধান পাবে এখানেতে
চাইলে কিছু এ পথে চাও আল্লাহ্‌র দরবারে
তারেই শুধু সিজদা করো চাওরে ক্ষমা তারে
ওরে রিযিকদাতা তারেই জান,
তারই পথে চলোরে মুমিন ভাই। -ঐ কুরআন...
আঁকড়ে ধর এ দু'টিরে কভু ছেড়ো নারে
সরল পথে থাকবে কায়েম ভ্রষ্ট হবে নারে।
মানবসৃষ্ট যে কোন পথ সবই যে ভ্রষ্টতা
দ্বীনের নামেই হোক অথবা হোক না নাস্তিকতা
হেথা নাই পুণ্য নাই শান্তি কোনই
শুধুই আঁধার কালো রে মুমিন ভাই। -ঐ কুরআন...
কে না জানে শয়তান পাপীর বন্দেগীর সমাচার
একটি হুকুম অস্বীকারে সব হ'ল ছারখার, হায়রে সব হ'ল ছারখার।
গাউছ-কুতুব, পীর-ওলী আর মাযহাবের দোহাই
অস্বীকার কর নিত্য হুকুম একবার ভাব নাই
ওরে কিবা জবাব দিবে সে দিন
ফল কি পাবি বল, রে মুমিন ভাই। -ঐ কুরআন...

এলো ঐ পাক মাহে রামাযান

-মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন, কুষ্টিয়া।

এলো ঐ পাক মাহে রামাযান
খুশী তাই সকল মুসলমান। -ঐ

রাখব ছিয়াম সারা দিনে
আ.........আ........
ধনী-গরীব সবাই মিলে
পড়ব ছালাত করব ছাদাক্বা
মানব আল্লাহ্র এ ফরমান। -ঐ
রাতে ছালাত দিনে রোযা
মুমিন তবু রবে তাযা
ঈমান তাকে শক্তি দেবে
কভু হবে না নিষ্প্রাণ। -ঐ
গোনাহ মাফের মাস এসেছে
উপর থেকে ডাক পড়েছে (২)
মুমিন সামনে এগিয়ে এসো (২)
পিছাও পাপী ও বেঈমান। -ঐ

এলোরে ঈদুল ফিতর

আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

এলোরে ঈদুল ফিতর এলো, এলোরে ঈদুল ফিতর
এলোরে ঈদুল ফিতর
ধনী গরীব দীন-দুঃখীদের নিয়ে খুশীর সমাচার। -ঐ
নতুন নতুন পরিয়ে জামা আমরা এই দিনে
দীন-দুঃখীদের নিয়ে যাব ঈদগাহ ময়দানে
ফুটবে হাসি সবার মুখে দৃশ্য চমৎকার। -ঐ
রং-বেরংয়ের খাবার খাব আমরা এক সাথে
ছোট-বড় নেই ভেদাভেদ এক পথে।
কাঁধে কাঁধে কাঁধ মিলাব দেখুক বিশ্ব এই বাহার। -ঐ
বড় আল্লাহ সবার বড় আল্লাহ ছাড়া মা'বূদ নাই
আল্লাহ্র গুণগান করি সবাই বড় তিনি নিশ্চয়
পবিত্রতা সকাল সাঁঝে একই সুরে গাইছি তাঁর। -ঐ

এ আবার কোন জ্বালা

-আব্দুল হক, বগুড়া।

এ আবার কোন জ্বালা মুসলিম মুখে জম তালা
চারিদিকে শয়তানের খেলা কথা বলে না (২)
কথা বলে নারে কেন কথা বলে না
কথা বলার কেন ওরা সাহস পায় না॥ -ঐ
রাষ্ট্রশক্তি সব নিল শয়তান আসিয়া
সবার মনে দিল তারা শিরক বসাইয়া
কেউ করছে মূর্তি পূজা সামনে রাখিয়া
কেউ করছে মানুষ পূজা দাফন করিয়া॥ -ঐ
এরা ইসলামকে সমাজ থেকে ধসে দিল
গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র কায়েম করিল।
পীরতন্ত্র এরি ফাঁকে বসিয়ে নিল
মাযহাবী তন্ত্রেতে আবার ঈমান আনিল॥ -ঐ
এরা আল-কুরআনের কথা শুনে করে বাহানা
ছহীহ হাদীছকে করে মানতে মানা
পীর-পুরোহিত মানে তারা ষোল আনা
বিশাল সমাজের দোহাই মোটেই ছাড়ে না॥ -ঐ

ঐ দেখ আজ

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

ঐ দেখ আজ পশ্চিম আকাশে আনিল কে বয়ে শুভ সংবাদ,
মুক্ত হইবে মুমিন পাপী ফিরিয়া পাইবে ঈমানের স্বাদ।
পাপ সাগরের অতল তলে
হারায়েছে যারা নেই কোন খোঁজ,
তাহাদের লাগি মাহে রামাযান
মুক্তির দিশা দেয় নিশি রোয।
জাহান্নামের দ্বার রুদ্ধ করিয়া খুলে দিয়ে হায় জান্নাত,
একটু দাঁড়াও হে পাপী তোমায় ডাকিতেছে প্রতি রাত।

ক্ষমা করে দিয়ে তওবাকারীদের করিব আযাদ। -ঐ
ওরে মুজাহিদ জিহাদের লাগি
আর দেরী নয় ছুটে চল দুর্বার।
শিরক-বিদ'আতের যত আস্তানা
করে দে করে দে সব চুরমার
শপথ লও হে বীর মুজাহিদ কায়েম করিতে তাওহীদী রাজ
ইসলামী সমাজ কায়েম করিব বাংলার মাটিতে আজ
তোমাদের লাগি রহিয়াছে বিজয়ের এমদাদ। -ঐ
বিধবা অনাথ দীন-দুখীদের কাঁধে তুলে নেব এই দিন
সাম্য মৈত্রী কায়েম করিব
গড়িব সমাজ ভেদাভেদহীন
রব শান্তির নীড়ে আমরা সদা হয়ে এক দেহ এক প্রাণ
সার্থক হবে ছওম ও ছালাত হজ্জ যাকাতের অভিযান।
আমাদের লাগি হুর গেলমান করিতেছে কত ফরিয়াদ
কে আনিল বয়ে শুভ সংবাদ। -ঐ

ও দরদী আল্লাহ্‌রে আমার

-আব্দুর রায্‌যাক, রাজশাহী।

ও দরদী আল্লাহ্‌রে আমার, নাই পারের সম্বল আল্লাহরে-
মরি আল্লাহ ভাবিয়া রে, পার কর দয়াল আল্লাহরে
হাট করিতে আসলামরে ভবে ঈমান পুঁজি লইয়া
চোর যে ছিল ওঁৎ পাতিয়ারে আল্লাহ (২)
সব নিল লুটিয়া আল্লাহরে...মরি আল্লাহ (ঐ)০
আমি খালি হাতে ঘুইরারে বেড়াই, নেই তো বেচাকেনা। (২)
তুই পুঁজির হিসাব চাইলে পরে রে আল্লাহ, কি করি বাহানা আল্লাহরে
মরি আল্লাহ ভাবিয়ারে... ঐ
দে পুঁজি বাড়াইয়ারে আল্লাহ, হবে না অবহেলা। (২)
তুই পুঁজির হিসাব চাইলে পরে রে আল্লাহ
কি করি বাহানা আল্লাহ্‌রে; মরি আল্লাহ ভাবিয়ারে।
রাখিসনা তুই পরপারে রে আল্লাহ

হিসাবের ঝামেলা -ঐ
রোয হাশরের কঠিন দিনে যে দিন কেউ রবে না...
তোর দয়া আর রহম বিনে-রে আল্লাহ (২)
কেহই পার পাবে না আল্লাহরে। পার কর... ঐ

কোন সুরে কে আযানের

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

কোন সুরে কে আযানের ডাক দিয়ে যায়
মনের পাখিটা আর থাকিতে না চায় (২)
কে হাঁকিল এমন সুর
কথাগুলি কি মধুর
বিশ্বস্রষ্টা দয়াল আল্লাহ তাঁরই মহিমায় ॥ -ঐ মনের...
আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার
ডাক দিয়ে যায় বারংবার
আল্লাহ বিনে ত্রিভুবনে উপাস্য কেউ নাই ॥ -ঐ মনের...
এসো ছালাত কায়েম করি
এসো মুক্তির সুপথ ধরি
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাক্ষ্য দিয়ে যাই। -ঐ মনের...
মসজিদের ঐ মিনার চূড়ে
হাঁকে নিত্য করুণ সুরে
সেই সুরেতে পাগলপরা কুল মাখলূকাত হায় ॥ -ঐ মনের পাখিটা...

কে মুওয়াযযিন দেয়রে আযান

-মুহাম্মাদ আব্দুস সুবহান, বগুড়া।

কে মুওয়াযযিন দেয়রে আযান জগৎ জুড়ে মিনার চূড়ে
বেলালী সুরের আযান শুনিয়া জাহেলী আঁধার যায়রে টুটিয়া
ইরাক ও ইরানে, কুয়েতে আফগানে হাঁকিছে আযান আরো দূরে। -ঐ
তাই আযাযীল বাঁধ সেধেছে, তাক্বলীদের ঐ আফিম হেনেছে
ইবনে উবাই আবার নেমেছে মাঝ দরিয়ায় হাল ছেড়েছে

কলিজা হামযার খায়রে চিবে। -ঐ
ভয় কিগো যামিনী প্রভাত হয়েছে নতুন রবি আবার উঠেছে।
তাই তো আযান পুরাতন সুরে ঝংকারিছে মিনার চূড়ে। -ঐ
জাগরে এবার জাহেলী হ'তে জিহাদেরি পাগড়ী মাথে
শমশের যে তোর পূর্ণ ঈমান, পথ দেখাবে আল্লাহ্র কালাম
আল-কুরআনের আলো জ্বালিয়ে, ছহীহ হাদীছের বাতি জ্বালিয়ে
চল মুজাহিদ জিহাদের পানে
জান্নাত যে তোর নয়রে দূরে। -ঐ

কোন দিন দেখিনি তোমারে

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

কোন দিন দেখিনি তোমারে
সাধ আছে মনে, দেখিব কেমনে
দু'নয়ন ভরে..... । -ঐ
শেষ বিচারের কঠিন ওয়াক্তে বিচার করার পরিবর্তে
ক্ষমা করে দিয়ো ওগো প্রভু
মাফ করে দিয়ো অভাগারে। -ঐ
মনে বড় আশাবান জান্নাত দিবেন রহমান
দীদার পাইব সেথা তৃপ্তি সহকারে ॥ -ঐ

কি হবে গো মৃত্যুর পরে

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

যদি কুরআন-হাদীছ না মানি জীবনে
কি হবে গো মৃত্যুর পরে?
কবরের মাঝে কি দিব জওয়াব (২)
মুনকার-নাকীরের তরে॥ কি হবে....
চার মাযহাবকে ফরয জেনেছি
এক মাযহাবের আমল করেছি
কুরআন-হাদীছের দিকে, দেখিনি তো ফিরে॥ -ঐ
এক সাথে তিন তালাক দিলাম, তওবা করে বউ ঘরে নিলাম

ইমাম ছাহেবের ফৎওয়া পেলাম, ঘরের বউ পরকে দিলাম
এমনি বিধান কভু ইসলামে হ'তে পারে? -ঐ
মৃত্যুর শিয়রে বসে জানলাম আলেমদের পরশে
চার মাযহাব নাই কুরআন-হাদীছে
ইমাম ছাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম
বলেন আছে ফেক্বাহ-তে॥ -ঐ

কুরআন শিক্ষা কর মুসলমান

-শিহাবুদ্দীন সুন্নী, গাইবান্ধা।

কুরআন শিক্ষা কর মুসলমান হাদীছ শিক্ষা কর
নভেল-নাটক ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম পড়।
ছালাত শিক্ষা কর মুসলমান ছিয়াম শিক্ষা কর
নভেল-নাটক ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম ধর।
যার সীনাতে আছে কুরআন নাইতো তাহার ডর,
কুরআন ছাড়া হৃদয়খানি শয়তানেরই ঘর॥ ঐ
কুরআন মোদের মাথার মুকুট কুরআন মোদের মূল
ছেড়ো না ভাই আল্লাহ্‌র কালাম হারাবে দু'কূল॥ -ঐ
জ্বালাও সবে দ্বীনের বাতি বাঁধিয়া কোমর
ঈমান তাযা কর সবে থাকিতে ওমর
ও তোর মাটির দেওয়া দেহখানি মাটিরই গঠন
শ্বাস ফুরালেই হবে মাটি রাখিও স্মরণ॥ -ঐ

কতই রঙ্গে সাজোরে মন

-মাষ্টার আব্দুর রহীম, জয়পুরহাট।

কতই রঙ্গে সাজোরে মন কতই রঙ্গে সাজো
পরপারের ভাবনা কিছু ভাবার মত ভাব ॥
অন্ধকার কবরের কথা ভাবার মত ভাব
হিসাব নিকাশ রাখলি না মন দিন যে গেল ফাঁকি
ভেবে দেখ মন বসে বসে আর কটা দিন বাকী ॥ -ঐ
রং-তামাশার দুনিয়াটায় রঙ্গের খেলা খেলি

যেতে হবে পরপারে শূন্য দু'হাত মেলি ॥
এখনো ভাই আছে সময় খাতা কলম ধরি
নিজের হিসাব নিজেই রেখে ব্যক্তি জীবন গড়ি ॥

কান্দে কত সোনার ছেলে

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

কান্দে কত সোনার ছেলে বাংলার এই জেলে। ২ বার
সোনার হাতে লোহার চুড়ি ঝুমুর ঝুমুর বাজে,
তাই দেখিয়া বাদী বেটা মুচকি মুচকি হাসে রে॥ -ঐ
সকাল বেলায় একটা রুটি এক চিমটি গুড়,
তাই খেয়ে মা পেট ভরে না সকাল হয় দুপুর রে॥ -ঐ
মা-ও কান্দে বাড়ী বাড়ী বাবা কান্দে কোর্টে,
স্ত্রী-পুত্র মেয়ে কান্দে জেলখানারই গেটে রে॥ -ঐ
ভাল মানুষ ধরে এনে বোমার কেইস দিয়ে,
তাই দেখিয়া বাদী বেটা মুচকি মুচকি হাসে রে॥ -ঐ
শোনেন সবে বাংলার ভাই-বোন শোনেন দিয়ে মন
বিনা দোষে জেল খাটিলাম শোনেন সর্বজন রে
ওরে কান্দে কত সোনার ছেলে বাংলার এই জেলে॥

কুরআন মানতে এসে

-মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

কুরআন মানতে এসে পেয়েছি এ উপহার
হাদীছ মানতে এসে পেয়েছি এ উপহার। (২)
ছালাত পড়ে না পড়তে জানে না
ছালাতীদেরকে দেখতে পারে না। (২)
ওরা আবার মোদের বলে ঈমানের গড়বড়,
আল্লাহ্র পথে এসে পেয়েছি এ উপহার।
নবীর পথে এসে পেয়েছি এ উপহার। -ঐ
মসজিদেতে যায় না, মাদরাসাতে যায় না
ভুলেও কোন দিন কুরআন পড়ে না (২)
ওরাই আবার মাসলার বেলায়, মুফতীর হয় সরদার। -ঐ

জিহাদ করে না, করতে বলে না,
জিহাদের তামান্না মনেও করে না। (২)
ওরাই আবার মন্দ বলে গালি দেয় বার বার। -ঐ
ওশর দেয় না, যাকাতও দেয় না,
বলে খাযনার জমিতে ওশর লাগে না। (২)
ওরা আবার মুমিন বলে দাবী করে বার বার। -ঐ

কুরআন হাদীছ কোন দিন ভুল না

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

কুরআন হাদীছ কোন দিন ভুল নারে
ছহীহ হাদীছ কোন দিন ছেড়ো নারে
ভুল বুঝিয়া যদি ভুলে যাও সবি
আহলেহাদীছ আন্দোলন ভুল নারে॥-ঐ
মৃত্যুর কথা যদি কারো মনে পড়ে
অহি-র বিধান তব রেখ স্মৃতি পরে
জাল হাদীছের বেড়াজালে নিজেকে জড়ায়ো না॥ -ঐ
পরকালের কথা যদি কারো মনে জাগে
শেরেকী আমল ছাড়ো ওগো মৃত্যুর আগে
বিদ‘আতী আমল ছাড়ো ওগো মৃত্যুর আগে।
মাযহাবী ফেরক্বাতে পড়ে পরকাল হারাইয়ো না॥ -ঐ
নাজাতের আশা যদি কর পরকালে
দাওয়াত ও জিহাদ কর কলহ দ্বন্দ্ব ভুলে
দাওয়াত ও জিহাদ ছাড়া মুক্তি পাবে না॥ -ঐ

কুরআন লয় না

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

কুরআন লয়না হাদীছ লয়না
রায় ক্বিয়াস মেনে যায়
ইসলাম আজি যাচ্ছে চলে শিরক বিদ‘আতের চলছে জয়- ঐ
আর কত কাল বইবি এ ভার
আমলনামা খালি

ছহীর সাথে যঈফ মানো দিয়া জোড়াতালি
এমন করে করলে আমল
মরণের পর তাই তো ভয়। -ঐ
সঠিক পথে আয়রে ফিরে অহি-র ভেলায় ভাসি
সকল পথ ছেড়ে মোরা নবীর পথে আসি
পীর মারফতি ভালবাসা শয়তানের পথ দেখায়
বুঝবে তুমি মরণের পর জাহান্নামের জ্বালা
পীর মুরশিদে করবে না পার তাই তোমারে বলি
নবীর সুন্নাত করলে কায়েম মরণের পর নাইতো ভয়। -ঐ

কুরবানী কর মুমিন

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

পিতা-পুত্রের মরণ যুদ্ধে, একি রবের খেলা
পুত্র ফেলে দুম্বার গলায়, হ'ল রক্তের মালা
পুত্রকে দেখিয়া নবী অবাক হয়ে রয়
আমি বুঝি আমার কাছে হ'লাম পরাজয়
আল্লাহ বলেন আমার খলীল, তবে কিসের ডর।
কুরবানী কর মুমিন, কুরবানী কর।
তব প্রাণ সঁপে দিয়ে, মরার আগে মর
কুরবানী কর মুমিন, কুরবানী কর। ঐ
হায়রে মুমিন পুত্র ছেড়ে, পশুর গলায় ছুরি
তাই গোশত খাওয়ার লোভে পড়ে, করিস না দৌড়াদৌড়ি
এতই কি স্বাদ পুত্রের গোশত, খেতে হবে তোর
ভোগের চেয়েও তৃপ্তি ত্যাগে, মনকে তেমন গড়
কুরবানী কর মুমিন, কুরবানী কর। -ঐ

কে যাবি আয় তোরা

–মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

কে আসবি আয় তোরা নবীর তরীকায়
সময় চলে যায় হায়রে সময় বয়ে যায়

ইমামে আযম যিনি নবী মোস্তফায়
সুপথ দেখালেন তিনি চলি সেই তরীকায়। -ঐ
নবীজীর বাণী সবই তো অহি
তাই সে আদেশ ছেড়ে চলছো কোথায়
মদীনার মানুষ আর বৃক্ষ লতা
চমকে উঠেছিল তাহারি ছোঁয়ায়। -ঐ
বলেছেন নবী ভ্রান্ত হবে না
আমল থাকে যদি কিতাব ও সুন্নাহ। -ঐ

কি হল এখন

-আব্দুল মান্নান, সাতক্ষীরা।

কি হ’ল এখন মানে না তো মন
বাঁচে না মোদের ঈমান
ও ভাই মুমিন মুসলমান
এখনো হল না তোমাদের জ্ঞান। -ঐ
কাশ্মীর আর বসনিয়ায় ফিলিস্তীন আর বার্মায়
চলছে সেথায় শুধু মুসলিম নিধন
পাশ্চাত্যের শক্তি হয়েছে তাদের আসক্তি
একা হাতে করবে তারা দুনিয়া শাসন। -ঐ
গ্রামীণ ব্যাংক আর ব্র্যাক ছাড় নইলে ঈমান চলে গেল
ঈমান গেলে মুসলমানের থাকে না কোন ধন। -ঐ
তাই হও সবে হুঁশিয়ার বাঁচাও মোদের ঈমান
উড়াতে হবে দেশে তাওহীদী নিশান। -ঐ

করোনাকে নয় করো আল্লাহকে ভয়

- রাক্বীবুল ইসলাম, মেহেরপুর।

করোনাকে নয় করো আল্লাহকে ভয়
মুমিন জীবনে নেই পরাজয়॥
মরলে শহীদ, বাঁচলে গাযী
তাই ঈমানকে শুদ্ধ কর আজি॥

ফিরে এসো প্রভুর পথে
থেকো না আর ভ্রান্তির ছলনায়। -ঐ
আল্লাহকে স্মরণ কর প্রতি ক্ষণে
তওবা কর খালিছ মনে॥
ভরসা রেখো প্রভুর পরে
থেকো সদা নির্ভয়। -ঐ
মোকাবিলা নয় প্রার্থনা কর
দুঃখীজনের সেবা কর
ধৈর্য ধরে দো'আ কর
ধৈর্যের ফল নিশ্চয়ই সুখময়॥-ঐ

গ্রাস করেছে

-মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার।

গ্রাস করেছে রে আজি গ্রাস করেছে
নবীর দ্বীনকে শিরক বিদ'আতে গ্রাস করেছে (২)।
ঈমানের মণিকোঠায় বিদ'আত ঢুকেছে
ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ যাকাত আর দ্বীনের সব কাজে
নবীর দ্বীন করছে গ্রাস (২) শিরক বিদ'আতে। -ঐ
মুসলমান আজ ডুবে মরছে তাক্বলীদের পাপে
তাই চার মাযহাব চার তরীক্বা দ্বীনে ঢুকেছে (২)
তা আবার ফরয করে (২) আমল করতেছে। -ঐ
মুসলমান আজ ফযীলতের ধোঁকায় পড়েছে
তিন চিল্লায় জান্নাত কেনার কোশেশ করতেছে
এখন নাকি টঙ্গীর মাঠে (২) হজ্জও হইতেছে। -ঐ
ছবি মূর্তি ঘরে ঘরে কত মূর্তি মোড়ে মোড়ে
কত কবর আর শহীদ মিনার ডুবে যাচ্ছে ফুলের ভারে (২)
নগ্নপদে প্রভাত ফেরি (২) অগ্নিপূজাও করতেছে। -ঐ
কেউবা করছে মূর্তিপূজা সামনে রাখিয়া
কেউবা করছে মানুষপূজা গোরে ঢাকিয়া
সন্তান, সম্পদ তাহার কাছে (২) ভিক্ষা চাইতেছে। -ঐ
কা'বার মূর্তি ভেঙ্গে নবী করলেন খান খান

সেই মূর্তি গড়লো আবার বাংলার মুসলমান (২)
হিন্দুর ধর্মে মুসলমান আজ (২) মিশে যাইতেছে -ঐ
কত মুজাহিদ হ'ল শহীদ দ্বীনের খাতিরে
বদর, ওহোদ, খন্দক আর কত সমরে (২)
দ্বীপ জ্বালেনি কেউ কোন দিন (২) তাদের কবরে। -ঐ

গাউছুল আযম

-মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, সাতক্ষীরা।

গাউছুল আযম আল্লাহ তা'আলা
গুণগান সকলি তো তোমার
সৃষ্টি জগৎ কি চমৎকার। -ঐ
প্রশংসা করি যদি সারা জীবন
শেষ করা যাবে না তো আমরণ
তুমি রহীম তুমি করীম তুমি রহমান
সকলের তরে তুমি সম দয়াবান। -ঐ
অধম আমি তোমার কাছে করি মুনাজাত
ক্বিয়ামতের শেষে দিয়ো জান্নাতী সওগাত
শেষ নবী যেন মোদের করেন শাফা'আত
মিনতির সুরে করি এই ফরিয়াদ। -ঐ

গীবত

-রাক্বীবুল ইসলাম, মেহেরপুর।

অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো এটাইতো গীবত ভয়াবহ পাপ
মরণের পরে কবরে গিয়ে শুরু হবে কঠিন আযাব।
মহান প্রভুর কাছে ক্ষমা নেই, সমালোচনা করেছে যে-ই
সবার কাছে তাই চেয়ে নাও মাফ। -ঐ
যেখানে সেখানে বসে মানুষ করছে যে গীবত আজ
এভাবেই পেরিয়ে যাচ্ছে সময় সকাল বিকাল সাঁঝ
সময়গুলো নষ্ট করে তুমি অন্যায়ে দিয়োনা ঝাঁপ। -ঐ
মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে তোমরা চাও কি কেউ

তবে কেন সমাজ মাঝে বইছে গীবতের ঢেউ
গীবতের পরিণামে নেকী বিলিয়ে নিতে হবে অন্যের পাপ। -ঐ
অন্যের দোষ-ত্রুটি শুধরে দিয়ে হও তুমি সফলকাম
গীবতের জাল ছিড়ে বেরিয়ে এসো পরস্পরে দাও সালাম।
অপর ভাইয়ের নিকট ক্ষমা চেয়ে নাও মুছে ফেল গীবতের ছাপ। -ঐ

গোরস্থানের মাটি

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

গোরস্থানের একটু মাটি বায়না করে রাখ
সেই মাটিতে শুইতে হবে সারা নিশি-রাত। -ঐ
দাদা গেল দাদী গেল পাড়া-পড়শী কত গেল,
আমার যাবার দিন আসবে সেই দিন দূরে নয়। -ঐ
দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ক্বাযা কর না
ছালাত কাযা করলে ভাইরে মুক্তি পাবে না
গোরস্থানের একটু মাটি বায়না করে রাখ (২)
সেই মাটিতে শুইতে হবে সারা নিশি-রাত।

চলরে যুবক চলরে

-মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন, কুষ্টিয়া।

চলরে যুবক চলরে চল আহলেহাদীছ দলরে,
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচাই সমাজ রসাতল রে।
কেউ করে বিজাতীয় তাক্বলীদ কেউ করে স্বজাতির
বৈষয়িক জীবনে নাস্তিক্যবাদ হীন স্বার্থের খাতির।
ওরে ছেড়ে দে তুই ওসব তরীকা ছহীহ সুন্নায় আয় রে। -ঐ
কালি মাখা সে সমাজে কলংকের ছড়াছড়ি,
শিরক-বিদ'আত কুসংস্কারের যত বাড়াবাড়ি।
ওরে ছেড়ে দে তুই এমন সমাজ, মধ্যম পন্থায় আয়রে। -ঐ
মাঝ দরিয়ায় উঠলে তুফান বিপদ হবে ভারী
সৎ আমল বিনে পাবি না সেথা মাঝি না কাণ্ডারী
ওরে হর বিপদে নাজাত পেতে চল অহি-র পথে যাইরে॥ -ঐ

চোখ গেলরে, কান গেলরে

-আব্দুর রহীম, জয়পুরহাট।

চোখ গেলরে, কান গেলরে, মান গেলরে, প্রাণ গেলরে,
ডিশ এন্টেনা, টিভির জ্বালায়। -ঐ
ঈমান রাখা দায়, নাঊযুবিল্লাহ নগ্ন ছবি ফেলছে বেকায়দায়। -ঐ
বড় সাহেবের বিবিরা সব ভিসিআর দেখে
কসমেটিক্স আর লিপস্টিক ঠোঁটে-মুখে মেখে
বেগম কোথায় আসর জমায় সাহেবের নেই জানা
নগ্ন ছবির রঙ্গিন আলোয় বাবু যে রাতকানা। -ঐ
নৈশক্লাবে যায়রে বিবি ডানাকাটা পরী
ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে রূপের বাহাদুরী
বিবি নাচে পরের সাথে করে সে মিতালী
নেশার তালে মাতাল হয়ে স্বামী দেয় হাততালি॥ -ঐ
এরা নাকি সভ্য সমাজ আছে গাড়ি বাড়ী
স্বামীর মাথায় দিব্যি দিয়ে করছে খবরদারী। (২)
এ সমাজের ভাঙ্গো তালা রুখো খবরদারী
অহি-র সমাজ কায়েম করে বাঁচাও দেশের নারী॥ -ঐ

ছেড়ে দে মন দুনিয়াদারী

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

ছেড়ে দে মন দুনিয়াদারী নইলে পরে
বুঝবি যেদিন ধরবে কষে তোরে সেই অন্ধকার কবরে
জিজ্ঞাসিবে মুনকার নাকীর করবে নাতো কারু খাতির।
কে প্রভু কে নবীরে তোর, ছিলি কোন দ্বীনের উপরে
সব উত্তর দিবে খাঁটি ঈমান যার অন্তরে,
থাকলে সাথে ঈমান-আমল ভয়কি রবে তারে। -ঐ
বলবেন হেঁকে আল্লাহ তা'আলা মোর বান্দা সত্য না দাও জ্বালা
জান্নাতী বিছানা বিছাও পোষাক পরাও তারে।
দ্বার খুলো জান্নাতের পানে দেখুক নয়ন ভরে

আসবে সুবাস হবে রে গোর উজ্জ্বলিত নূরে। -ঐ
উত্তর যদি না হয়রে তোর, মারবে গুর্জ এতইরে জোর
হাড়হুড্ডি গুঁড়িয়ে দিবে মাটির ভিতর,
বিষাক্ত সাপ বিচ্ছু দংশন করবে বারংবারে
ফল কি পাবি কেন্দে সেদিন বিকট চিৎকারে
বুঝবি সেদিন ধরবে কষে তোরে, সেই অন্ধকার কবরে।

জাগরে যুবক নওজোয়ান

-যীনাত আলী, রাজশাহী।

জাগরে যুবক নওজোয়ান
দেখরে চাহিয়া, তোরা কে যায় গাহিয়া, খাজা নামের গান
পীর-মুর্শিদের পাড়িয়াছে দোহাই আযাযীল শয়তান। -ঐ
এখনো রইলি বসে, তোরা যে বীর, উঁচু রেখে শির
তলোয়ার ধর কষে।
ভয় কিরে তোর পথ দেখাবে আল্লাহ্‌র দেওয়া পাক কুরআন। -ঐ
তামাম দুনিয়া গিয়াছে ভরিয়া শিরক ও বিদ‘আতে
ইসলাম বুঝি দুনিয়া হ’তে বিদায় নিতেছে
কত কবরে জ্বলেরে প্রদীপ মসজিদে নাই বাতি।
খানকা মাজারে শিরনী লইয়া উঠেছে সবাই মাতি
এখনো কর ঘুমের ভান। -ঐ
লুটেরার দল লুটলো সবি আর কিছু নাই বাকি
কত রমণী করেছে ধর্ষণ ধর্মের নামে ডাকি।
সাধুর বেশে শয়তান এসে দিচ্ছে কুমন্ত্রণা
তাই শুনিয়া বিপথগামী হচ্ছি কত জনা
উড়াও গগনে তাওহীদী নিশান। -ঐ
দামাল ছেলে সবে মিলে এসো করি এই পণ
শিরক ও বিদ‘আত ভণ্ড পীরের করিব আজ পতন
বুক ফুলিয়ে সামনে চল, আহলেহাদীছ যুবক দল
আমরা যে নির্ভীক বাংলার মাটি হোক লালে লাল;
মোরা আল্লাহ্‌র সৈনিক, আল্লাহ সহায় মেহেরবান। -ঐ

জীবনে কত করেছি ভুল

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

জীবনে কত করেছি ভুল
হে প্রভু জীবনে কত করেছি ভুল
দয়া করে মাফ কর, দয়া করে ক্ষমা কর তুমি যে গাফূর আল্লাহ॥ -ঐ
বড় ভুল করেছি শিরক-বিদ‘আত করে
আরো ভুল করেছি অন্যায় অত্যাচার করে
শিরক-বিদ‘আতের কোন আমল হয় না কবুল আল্লাহ। -ঐ
বড় ভুল করেছি পিতা-মাতার সাথে
আরো ভুল করেছি আত্মীয়-স্বজনের সাথে
এখন কেন সারা নিশি কেঁদে হইলাম আকুল আল্লাহ। -ঐ

জান্নাতের পথ কষ্টে ভরা

-আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ, বগুড়া।

জান্নাতের পথ কষ্টে ভরা, পুষ্পে মোড়া নয়
চলার পথে আসবে বাঁধা, নেই তাতে সংশয়॥
আহলে ইয়াসির বেলাল মুছ‘আব নবীর পথে এসে,
প্রভুর রাহে সয়েছে আঘাত দ্বীনকে ভালোবেসে॥
খাব্বাবের সেই ত্যাগের নযীর ইতিহাসে বিস্ময়॥ -ঐ
এই পথ ধরে চলে গেছেন সালাফে ছালেহীন
বন্দীশালায় ফাঁসির মঞ্চেও ছিলেন তারা নির্ভয়॥
তাদের জীবন অমর হয়ে আছে জগৎময়॥ -ঐ
হকের পথে থাকবে সদা বিজয়ী এক কাফেলা
সেই কাফেলায় শামিল হতে আর করো না হেলা॥
আসুক যতই বাঁধার পাহাড় থাকব মোরা নির্ভয়॥ -ঐ

তোমরা ভুলেই গেছ বীর শহীদদের নাম

-জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা।

তোমরা ভুলেই গেছ বীর শহীদদের নাম
তারা আজ জান্নাতেরি ফুলবাগেতে অতিথি ভ্রাম্যমাণ

রাহে লিল্লাহ করেছে তারা জীবন কুরবান। -ঐ
বদর-ওহোদ-খন্দকে তারা বিলিয়ে দিয়ে প্রাণ
রক্ত দিয়ে মিটিয়ে দিল কুফর ও শয়তান
পবিত্র করলো যমীন বাড়ল মুমিন
প্রতিষ্ঠা পেল আল-কুরআন। -ঐ
আজ তাদেরি উত্তরসূরি ওগো মুসলমান
জিহাদ থেকে বিমুখ তুমি পঙ্গু ম্রিয়মাণ
দেখো না সুদূর অতীত ডাক দিয়ে কয়
দাওয়াত ও জিহাদ তোমার আল্লাহ্‌র ফরমান॥ -ঐ

তুমি অনেক দিলে

-কাজী নজরুল ইসলাম

তুমি অনেক দিলে আল্লাহ
দিলে অশেষ নিয়ামত।
আমি লোভী তাইতো আমার
মেটে না হসরত॥ -ঐ
কেবলি পাপ করি আমি
মাফ করিতে তাই হে স্বামী।
দয়া করে শ্রেষ্ঠ নবীর, করিলে উম্মত
তুমি নানান ছলে করছো পূরণ
ক্ষতির খেসারত॥ -ঐ
তুমি মায়ের বুকে স্তন দিলে
পিতার বুকে স্নেহ।
মাঠে শস্য ফসল দিলে
আরাম লাগি গৃহ।
ঈদের চাঁদের রং মিশালে
রঙ্গিন বেহেশতে পথ দেখালে
তুমি আখেরে ঐ সহায় দিলে
আখেরী হযরত॥ -ঐ

তুমি কুরআন দিলে পথ দেখাতে
পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত শিখাতে
তুমি ছালাত দিলে, না ভুলিতে
মসজিদের ঐ পথ
তুমি আযান দিয়ে, দেখাইলে
মসজিদেরই পথ
তুমি ক্বিয়ামতের শেষে দিবে
বেহেশতী দৌলত॥ -ঐ

তাওহীদী এক ঝাণ্ডা

-মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, দিনাজপুর।

তাওহীদী এক ঝাণ্ডা নিয়ে আসলো নওজোয়ান
শোন ওরে বিদ'আতীরা থাকরে সাবধান। -ঐ
এরা নয়রে নতুন, হয় পুরাতন, এরাই সাবেক দল
শিরক-বিদ'আত দুনিয়া হ'তে করবে রসাতল
ঢাল তলোয়ার হাতে নিয়ে তুলবে ঝড়-তুফান। -ঐ
আল-কুরআন ও হাদীছ নিয়ে হইবে যখন খাড়া
মানবে না ভাই কারো কথা আল্লাহ-রাসূল ছাড়া
একমাত্র অহি দিয়ে (২বার) করবে সমাধান। -ঐ
গোলাপ জল ছিটাও কেন মৃত কবর পরে?
পয়সা-কড়ি চাউল দিয়ে কি লাভ হবে তাতে
লাভ হবে না কবর পাকা (২বার) কইরা দিয়া শান। -ঐ
কবরপূজা, দূর্গাপূজা, পূজার নাইতো শেষ
জন্ম-মৃত্যু আর চল্লিশায় দখল করছে দেশ
তওবা করে ছাড় অবুঝ (২বার) বরাত আর নবান। -ঐ
সমাজ হ'তে ভ্রান্ত নীতি, করবে এরা ছাফ
আদি থেকেই এই দুনিয়ায় চলছিল যা পাপ (২)
মনগড়া রায় মানবে নাতো (২বার) থাকতে আল-কুরআন। -ঐ*

---

* *'বরাত' বলতে শবেবরাত ও 'নবান' বলতে নবান্ন বুঝানো হয়েছে, যা এদেশে ব্যাপকভাবে চালু আছে।-প্রকাশক।*

তাওহীদ ও সুন্নাহ্র পথে করি আহ্বান

-মীযানুর রহমান, জয়পুরহাট।

তাওহীদ ও সুন্নাহ্র পথে করি আহ্বান
আয়রে মুসলমান ওরে নওজোয়ান। (২ বার)
শিরক বিদ‘আত ছেড়ে ছহীহ হাদীছ ধরে (২ বার)
মানরে আল্লাহ্র বিধান।। ঐ
শিরক বিদ‘আত মোরা যাচ্ছি করে
চাই না তো মোরা পিছু ফিরে। (২ বার)
ভাবি না তো কি হবে মরণের পরে
থাকবি হাশরে ভাই কোন কাতারে। (২ বার)
তাই সে দিনের কথা রেখে স্মরণ (২ বার)
মানরে আল্লাহ্র বিধান ।ঐ
আহলেহাদীছ মোরা করব না ভুল
হকের পথে মোরা থাকব অতুল। (২ বার)
চলব না বিদ‘আতের ঢেউয়ে ভেসে
যাচাই করে সব করব আমল। (২ বার)
সেই আমল বিনিময়ে আল্লাহ রহমে (২ বার)
হবো জান্নাতী মেহমান। ঐ

তাবলীগী ইজতেমা

ইসলামী পথে ডাকে তাবলীগী ইজতেমায়
সকল পথ ছেড়ে আল্লাহ্র পথে আয়॥
এসো নওদাপাড়াতে যাই, এসো তাবলীগী ইজতেমায়। -ঐ
যাচ্ছে সবাই একই সাথে, নওদাপাড়া রাজশাহীতে
শুনবে সবে হকের বাণী, করবে আমল সেই সে মতে॥
সবার মুখে গুঞ্জরিত, তাবলীগী ইজতেমার ধ্বনি
বলছে সবাই আমরা কেবল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মানি। -ঐ
গ্রাম ও শহর থেকে আয়রে ছুটে, অহি-র বাণীর পতাকাতলে
আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইজতেমাতে এসো দলে দলে॥ -ঐ

লক্ষ মানুষ আসে সেথা, নিতে দ্বীনের দীক্ষা
কুরআন ও হাদীছ মানার তরে, করবে সে সব শিক্ষা॥ -ঐ

তোমরা হওরে মুসলমান

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

তোমরা হওগো মুসলমান তোমরা হওরে আগুয়ান
সব ফের্কা ছেড়ে দিয়ে কুরআন-হাদীছ মান,
সব ফের্কা বাতিল করে অহি-র বিধান মান।
শিক্ষা কেন্দ্র ভরে গেছে ক্বিয়াস আর ফিক্বায়
কুরআন-হাদীছ ছাড়া তারা পড়েরে ফিক্বাহ
ছহীহ হাদীছ ছাড়া তারা মানেরে ফিক্বাহ॥
ওদের আনরে ফিরিয়ে আন। -ঐ (২বার)
অন্ধকারে ভরে গেছে মোদের বাংলাদেশ
ছালাত-ছিয়াম নাইতো তাদের ধরছে ঠাকুরের বেশ।
তাসবীহ হাতে নিয়ে ওরা সেজেছে দরবেশ॥
ওদের আনরে ফিরিয়ে আন। -ঐ (২বার)
মুসলমানের পরিচয় ওদের নাইরে কোন কাজ
সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়ে মানেরে বিদ'আত॥
ফরযকে ছেড়ে দিয়ে দেখায়রে দেমাগ
ওদের আনরে ফিরিয়ে আন॥ -ঐ (২বার)

তোরা দেরে যাকাত

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

তোরা দেরে যাকাত তোরা দেরে ওশর
তোর দিল খুলবে পরে ওরে আগে খুলুক হাত॥ -ঐ
দেখ পাক কুরআন শোন নবীজীর ফরমান
ভোগের তরে আসেনি দুনিয়ায় মুসলমান (২ বার)
তোর একার তরে দেয়নি আল্লাহ দৌলতের খেলাত॥ -ঐ
তোর দর-দালানে কাঁদে ভুখা হাযারো মিসকীন
আছে দৌলতে তোর তাদেরও ভাগ

বলেছেন রহমানুর রহীম, বলেছেন রাসূলে কারীম (২ বার)
সঞ্চয় তোর সফল হবে পাবিরে নাজাত॥ -ঐ
এই দুনিয়ার ধন-দৌলত যাবে না তোর সাথে
হয়তো চেরাগ জ্বলবে না তোর আঁধার কবরেতে
এই দৌলতের বদৌলতে পাবিরে তুই জান্নাতী সওগাত॥ -ঐ

[কাজী নজরুল ইসলামের 'দে যাকাত দে যাকাত' কবিতা অবলম্বনে রচিত ও ঈষৎ পরিবর্তিত।]

তুমি আমার খালেক রাযেক

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

তুমি আমার খালেক রাযেক হর বিপদে তুমিই ঠাঁই
তাইতো আমার ভাবনা কিছুই নাই।
আমি যেখানেই যখনি ডাকি, দাওনা তো আমারে ফাঁকি
তুমি পরম হিতৈষী আমার অসীম ও করুণাময়। -ঐ
নেবই তোমার সন্তুষ্টি এই আশা ভরসাতে
শুধু তোমার সিজদা আল্লাহ করি দিবারাতে
এইটুকু চাই আর চাহি না এর বেশী কি আর বুঝি না
তুমি আমার পরম দয়াল তোমারি পানে যে ধাই। -ঐ
তোমারি সেই নাম জপিয়া ভবদরিয়ায়
ঢেউ এর তালে তালে তরী জোরছে বাইয়া যায়। -ঐ
ওরে উঠুক যতই ঝড় তুফান হাল ধরেছি আল-কুরআন
যাই ছহীহ হাদীছের বৈঠা বাইয়া কভুতো কখনো করি না ভয়। -ঐ

তোরা ফিরিয়ে দেনারে

-আব্দুর রায্যাক সালাফী।

তোরা ফিরিয়ে দেনারে আমায় ফিরিয়ে দেনারে॥ ২বার
মুণ্ড বিহীন দেহ যেমন মানুষ মানায় না
আমার মুকুট আমীর ছাড়া নিজকে বুঝি না
হ'লাম আমি পাগলপারা কোন পথে যাই দিশেহারা
দিবস-যামী খুঁজে ফিরি পাই না কেন রে আমি পাই না কেন রে।

কোন যালেমে আমার মুকুট ছিনিয়ে নিলরে॥ -ঐ
ওরে নিঠুর পাষাণ হৃদয় একটু দ্বিধা কর
হারিয়ে মুকুট এই অভাগা কাঁদিছে আপন
কেঁদে কেঁদে হ'লাম সারা এযাবত দিলি না তোরা
কোন খাঁচাতে রাখলি পুরে কোথায় খুঁজিরে? আমি কোথায় খুঁজিরে? -ঐ
ওগো আল্লাহ দয়াময় দয়া কর তুমি
মুকুট আমার ফিরিয়ে দাও ছাদাক্বা দেব আমি
কেউ দিল না তুমি দিবে এই ফরিয়াদ লও নীরবে
আল্লাহ যদি সহায় থাকে ফিরিয়ে পাবরে আমি ফিরিয়ে পাবরে॥ -ঐ

দ্বার খুলি দে দ্বার খুলি

-যীনাত আলী, রাজশাহী।

আহলেহাদীছ আন্দোলনে ধন্য আজি এই ধরণী॥
পদে পদে কুসংস্কার সমাজে নাই বিচার-আচার
বাতিল পথে সবাই চলি। দ্বার খুলিদে দ্বার খুলি (২)
অশান্তির দাবানলে চারিদিকে আগুন জ্বলে
ভাল কাজে মন বসে না শয়তানের কথায় ভুলি॥-ঐ
আহলেহাদীছ যুবক দল রোধ করিতে চায় সকল
দূর হবে আঁধার কালো গাহে সে গান বুলবুলি॥-ঐ
যুবক দল সব আল্লাহ্র বলে হও বলীয়ান
ভয় কিসে গো বক্ষে মোদের আছে আল্লাহ্র আল-কুরআন
আল্লাহ্র কাছে প্রাণভরে দো'আ করি মন খুলি॥ -ঐ

দো'আ করা

-মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার।

হায় গো দো'আ করা আজও শিখলাম না (২)
রাসূল যাহা দেন তাহা আমল কর সব জনা
নিষেধগুলো দাও ছেড়ে অন্যথা কেউ করো না
নেকী বরবাদ হবে সবই ফরমিয়েছেন রব্বানা। -ঐ
ছালাতের মাধ্যমে চাও গো, ফরমিয়েছেন রব্বানা

বাক্বারাতে আয়াত আছে পড়ে কেন দেখ না
ছালাতে মোনাজাত কর, সালাম ফেরার পরে না
চুপে চুপে সংগোপনে ভয়-ভীতি নিয়ে মনে
দো‘আ করো মুমিন মুমেনা। -ঐ
কায়মনে চাওগো সবে সীমালংঘন কর না
সীমালংঘনকারী মন্দ ফরমিয়েছেন রব্বানা -ঐ
আদম, নূহ, ঈসা, মূসা কেউ তো শাফা‘আত করবে না
দয়ার নবী সিজদায় কাঁদবে নাজাত দাওগো রব্বানা
হাত না তুলে সিজদায় কাঁদবেন হাদীছ পড়ে দেখ না। -ঐ
ছালাতুল হাজত পড়ো বিপদগ্রস্ত যে জনা
নাজাত দিবেন দয়াল আল্লাহ হাত তোলা তো লাগবে না
হাত না তুলে সিজদায় কাঁদবে দো‘আ বিফল হবে না। -ঐ
ইউনুস নবী মাছের পেটে পেলেন কত যাতনা
ইবরাহীম আগুনের মাঝে হাত তুলে তো কাঁদলেন না
তাদের দো‘আ শুনলেন আল্লাহ মোদের কেন শুনেন না
হাত তুলে কেউ তুলে না তা নিয়ে কত ফেৎনা
যুদ্ধ জিহাদ শত শত তর্ক বাহাছ কতই না
মোনাজাতের মানে আজও হাদীছ পড়ে জানলাম না। -ঐ

দেশে এলোরে বালা

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

দেশে এলোরে বালা, শেখো সুন্নাতী দো‘আ
দো‘আর ফৎওয়া নিয়ে হুযুর মাতোয়ারা। -ঐ
নারী হবে দেশনেত্রী মুন্সী করে দো‘আ। -ঐ
নারী হবে ওয়ার্ড মেম্বার, মোল্লা করে দো‘আ। -ঐ
দেশে এলো নির্বাচন
নারী পেল পজিশন
স্বামী-স্ত্রী প্রার্থী হয়ে, চায়রে দো‘আ। -ঐ
নারী হবে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান;
মুন্সী করে দো‘আ। -ঐ
বাংলার অনেক মুসলমান

পড়ে না ছালাত ও কুরআন,
শবেবরাতের রাত এলে, করে রে দো‘আ। -ঐ
শোন বাংলার মুসলমান
ছাড় গণতন্ত্রের ইলেকশন
মাযারে মাযারে ঘুরে
করিস না আর দো‘আ। -ঐ

দাড়ি কাটা

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

দাড়ি কাটা দাড়ি চাঁছা সবই যে হারাম
সূদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া এও যে হারাম
মদ খাওয়া গাঁজা খাওয়া বিলকুল হারাম। -ঐ
সূদ খেয়ে ঘুষ খেয়ে জীবন করলি মাটি,
ক্বিয়ামতে আল্লাহ্র কাছে কি জবাব দিবি? ২ বার
এখনো সময় আছে আল্লাহ্র পথে এসো ফিরে।
নইলে কিন্তু ক্বিয়ামতে মুক্তি পাবে না। -ঐ
বেহায়া বেপর্দা হইয়া জীবন করলি মাটি
কবরেতে আল্লাহ্র কাছে কি জবাব দিবি। ২ বার
এখনো সময় আছে তওবা করে এসো ঘরে। ২ বার
নইলে কিন্তু আখেরাতে মুক্তি পাবে না। -ঐ

নবীর দেখানো পথে ফিরে চল

-আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ, বগুড়া।

নবীর দেখানো পথে ফিরে চল
অহি-র ঝাণ্ডা নিয়ে তাওহীদী দল,
যে পথে রয়েছে মুক্তির জয়গান
সে পথে আমাদের আহ্বান॥ -ঐ
বিজাতীয় শাসনের নিষ্ঠুর আচরণ
দমে দিল ভুবনে সত্যের আলোড়ন,
রক্তের হোলিখেলা দেখ গণতন্ত্রে

ক্ষণে ক্ষণে গুলি চলে তাদের মন্ত্রে॥
যুলুমের দ্বার ভেঙ্গে
জড়তার বাধ ভেঙ্গে
সম্মুখে হও আগুয়ান॥
নিপীড়িত মানুষের বুকফাটা চিৎকার
হৃদয়ের গহীনে দেয় শুধু ধিক্কার,
ধুকে ধুকে মরে কত শিশু অনাহারে
মারণাস্ত্র গড়ে তারা কোটি কোটি ডলারে॥
আর্তকে বুকে টেনে শান্তির জ্যোতি দিয়ে
ভরে দাও তাদের আসমান॥
কানে কি হায় বাজে না কবরের ঐ সুর
আযাবের শঙ্কাতে চিত্তটা নয় কেন বেদনাবিধুর?
আচমকা এসে যাবে পত্রটা মরণের
দপ করে নিভে যাবে প্রাণবাতি জীবনের॥
বাতিলের পথ ছেড়ে সুন্নাহ্র পথ ধরে
জান্নাতের পথে হও আগুয়ান॥

নারীর পর্দা

-সাবিনা ইয়াসমীন, সাতক্ষীরা।

আমার সোনা মা বোনেরা
শোন দিয়া মন
নারী হইয়া জন্ম মোদের
পর্দা প্রয়োজন।
পর্দা হ'ল দ্বীনের বিধান
পালন করবে তাই
পর্দা ছেড়ে চললে নারীর
কোন মূল্য নাই।
মেয়েরা মায়ের জাতি
কত যে সম্মান
পর্দা ছেড়ে আজ সে নারী
হচ্ছে অপমান।

পত্রিকার পাতা খুললে
প্রায়ই দেখা যায়
এসিড নিক্ষেপ নারী ধর্ষণ
এসব খবর রয়।
পর্দা করে চললে নারী
পাবে সবার শ্রদ্ধা
শয়তানের ভূষণ ছেড়ে
কর দ্বীনের পর্দা।

নবী মুহাম্মাদ পেয়ারা নবী

-মুহাম্মাদ আব্দুল বাসেত, টাঙ্গাইল।

নবী মুহাম্মাদ পেয়ারা নবী, নবী শিরোমণি।
তাঁহারি শাফা'আতে পার হবে গো সকল উম্মতই।
মক্কা দেশে জন্ম তাঁহার ইসলাম হ'ল তরীক্বা।
রেখে গেলেন দ্বীনের নবী উম্মতের লাগিয়া। -ঐ
হেরা গুহায় ধ্যান করেছেন তাই নাযিল হ'ল আল-কুরআন...
প্রচার তুমি করলে নবী সারাটা জীবন, -ঐ
প্রতিষ্ঠিত করতে কুরআন করলে কত যুদ্ধ
শহীদ করে দিলেন নবীর (ছাঃ) দান্দান মোবারক।
আরো কত শহীদ হ'ল বদর, ওহোদ, খন্দকে....
হাযার হাযার প্রাণ বিলিয়ে দিলেন হাসি খুশীতে। -ঐ
কত মায়ের সন্তান ওগো কত নারীর স্বামী
হাসিমুখে দিলেনও বিদায় দ্বীন-ইসলামের লাগি। -ঐ

নবীর চেয়ে ভালো মানুষ

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

নবীর চেয়ে ভালো মানুষ নাইরে দুনিয়ায়
নবীর মতন এমন মানুষ মিলবে না আর হায় (২)
আব্দুল্লাহ্‌র ঔরসে ছিল মা আমেনার গর্ভে এল
ওরে উম্মতকে তরাইতে নবী এলেন দুনিয়ায় -ঐ

রোয হাশরের কঠিন দিনে সেই নবীজির শাফা'আত বিনে
ওরে কাণ্ডারী হইয়া নবী পার করিবেন হায়। -ঐ
সব মানুষের কথা ছাড়ি নবীজির কথা ধরি
সব মানুষের পথ ছাড়ি নবীজির পথ ধরি
ওরে নইলে সেদিন বিপদ হবে
শোন মুমিন ভাই। -ঐ

নভেল পড়ি

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

নভেল পড়ি নাটক দেখি আল্লাহ্র কুরআন পড়ি না
জেনে শুনে গুনাহ করি শয়তানের সঙ্গ ছাড়ি না।
হাযার হাযার ডিগ্রীধারী আল্লাহকে মানে না
ছালাত পড়া দূরের কথা আল্লাহ্র হুকুম মানে না -ঐ
এসেছে দেশে টিভি, সিনেমা, এসেছে ডিশ এন্টেনা
স্ত্রীর নিকট নত রব পিতা-মাতার কথা শুনব না। -ঐ
এসেছে আধুনিকের নারী শর্ট-ব্লাউজ পাতলা শাড়ী
চুল ছেড়ে দিয়ে হেলে দুলে চলে বুকে নেই তার উড়না
বিয়ে করেছে জোড়ায় জোড়ায় তবু যেনা ছাড়ে না
ঘুষ ছাড়া আজকে মোদের কোন চাকুরী জুটছে না। -ঐ
সিনেমা হলে ভিড় জমায় মসজিদে কেউ যায় না
নয়া যামানার যুবক-যুবতী পিতা-মাতাকে মানে না। -ঐ
মিথ্যা সাক্ষীর চলছে বিচার সত্য প্রকাশ পাচ্ছে না
শয়তান বলছে মানবজাতি তোকেও আমি ছাড়ছি না। -ঐ

নারী হয়ে জন্ম মোদের

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

নারী হয়ে জন্ম মোদের নয়ত অভিশাপে
কেন তবে কষ্ট দেব শ্রদ্ধেয় বাপ-মাকে। (২)
বিয়ের কথা বলতে গেলে যৌতুক বাধে আগে
অনেক টাকা আসবে ঘরে ছেলের বাবা ভাবে। -ঐ
হালাল বিয়ে হচ্ছে হারাম যৌতুক তার কারণ

যৌতুকের বিয়ে বন্ধ কর হোক এ প্রথা বারণ। ঐ
হিন্দু ধর্মে জন্মে যৌতুক মোদের ঘরে এলো
ঐ প্রথা মানতে গিয়ে ইসলাম বিদায় নিল। -ঐ
যৌতুক দিয়ে হয়না শান্তি হয়না সুখের ঘর
কেন নারী নিচ্ছে মেনে হারাম টাকার বর। -ঐ
অন্যায় ছেড়ে ধর নারী সত্য ন্যায়ের পথ
অন্যায় প্রথা নেব না মেনে এই হৌক মোদের শপথ। -ঐ

পর্দা পর্দা করে আলেম

-আব্দুস সালাম, দিনাজপুর।

পর্দা পর্দা করে আলেম পর্দা কেহ বোঝে না
নারীর পর্দা উঠে গেল, দেখে টিভি-সিনেমা।
এনজিওদের পিছে ঘুরে কুরআন-হাদীছ রাখলো দূরে
পর পুরুষ আর পর নারীতে মনের পর্দা রাখলি না। -ঐ
শিক্ষা নিলাম গানের বাড়ী
পর্দা গেল এদেশ ছাড়ি
বিবি-বাচ্চা নিয়ে চলে শ্বশুর-জামাই দু'জনা। -ঐ
শোনরে মুমিন ও মুমিনা
পর বাড়ীতে কেউ ঘুরবে না
বোরক্বা পরে চলবি পথে ডানে-বামে দেখবি না। -ঐ
পিতা, শ্বশুর, স্বামীর ছেলে
ভাই-ভাতিজা অবুঝ ছেলে (২ বার)
চাচা, মামা, আপন জামাই দেখা করবে মুমিনা
অতি বুড়ো, দাদা-নানা, বোনের বেটা, ক্রীতদাস
পর্দা করে দেখতে পাবে করবে না কেউ রঙ্গরস
নইলে সেদিন জাহান্নামে ভুগবে শুধু যাতনা। -ঐ

প্রেমের নবীর আশেক

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

প্রেমের নবীর আশেক তোমরা হওরে মুসলমান
দ্বীনের কাজে সরল থেকো হয়ো না পাষাণ

দ্বীনের তরে কত কষ্ট করেছেন তিনি ভাই
এসব খবর কিতাব খুললে আমরা দেখতে পাই
নবীর মতন কষ্ট করো যত আশেকান।
মিষ্টি খেয়ে কদু খেয়ে কেমনে আশেক হলি
বাতিল দেখে দৌড়ে আয় আপন ঘরে চলি
মিষ্টির আশেক হয়ে কভু পাবে না আসান। -ঐ
অন্ধকারে ছেয়ে গেছে দেখ বিশ্ব জাহান
এসব কাজ দূর করিতে হাতে লও কুরআন
নবীর মতন জানে-মালে সব কর কুরবান। -ঐ
শক্তি ধর জিহাদ কর হওরে মুজাহিদ
দ্বীনের আলো জ্বালিয়ে আনো বিশ্বে আবার ঈদ
ভয় করি না শয়তানী কাজ
ভয় করি না কামান মেশিনগান। -ঐ

ফুরিয়ে এলো রামাযানের

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

ফুরিয়ে এলো রামাযানের মোবারক মাস
আজ বাদে কাল ঈদ তবু মন হয় উদাস
ছিয়াম রেখে ছিলি হে ঈমানদার মুমিন
দুনিয়াদারী ভুলে ছিলি ছিয়ামের ত্রিশ দিন
তরক করে ছিলি তোরা কে কে ভোগ বিলাস।
সারা বৎসর গুনাহ যত করেছিলি জমা
ছিয়াম রেখে আল্লাহ্‌র কাছে পেলি সব ক্ষমা
ফেরেশতারা সালাম দিয়ে বলছে শাবাশ। -ঐ

ফেরি করে ফিরি আমি

- কাজী নজরুল ইসলাম।

ফেরি করি ফিরি আমি আল্লাহ তা'আলার নাম (২)
দেশ বিদেশে পথে ঘাটে......... হাকি শুভ নাম -ঐ
কালিমা শাহাদতের বাণী....... যে বারেক বলে একটু খানি

সে চাওয়ার অধিক দেয় আমারে
মোর সওদার দাম -ঐ
দাম দিয়ে সব দুনিয়াদারির মেটাই দেনা
অমূল্য সেই আল্লাহ্‌র নাম কেউ নেয় না।
আল্লাহ নামের ফেরিওয়ালা.........
ডাকে ওরা সাঁঝের বেলা..........
নামে সে আখেরে পায় বেহেশতী আরাম। -ঐ

বুকে কুরআন মাথায় কাফন

-আব্দুর রহীম, যশোর।

বুকে কুরআন মাথায় কাফন হাতে ধরি তলোয়ার
আল্লাহ্‌র হুকুম কায়েম করব আমরা সবে নওজোয়ান (২)।
চলবো মোরা ছিরাতে মুস্তাক্বীমে বক্র পথে চলবো না
ভণ্ডদের ঐ সংগী হয়ে ত্বাগূতের দলে ভিড়ব না॥
পীরপূজা আর কবরপূজা ফের্কাবন্দীর আস্তানা
ভেঙ্গে চুরমার করব মোরা, বিশ্বের বুকে রাখব না॥
তাই বলি আহলেহাদীছ যুবকদল, কর 'যুবসংঘে' যোগদান
চল্‌ এগিয়ে সামনে তোরা খালেদের মত নওজোয়ান
চল্‌ এগিয়ে সামনে তোরা তারেকের মত নওজোয়ান॥

বিপ্লবী সৈনিক

-মুহাম্মাদ আব্দুল বাসেত, টাঙ্গাইল।

বিপ্লবী সৈনিক আমরা হব
আল্লাহ্‌র রাহে জীবন দিব (২)
জিহাদ, জিহাদ, জিহাদ করব
গাযী হয়ে বেঁচে রব (২)
না হয় মোরা শহীদ হব। (২) -ঐ
আয়রে তোরা জলদী আয়
কুরআন-হাদীছের পথে আয় (২)
কাফের শয়তান নিপাত যাক (২) ॥ -ঐ

কে কে আছ বক্র পথে
এখনো তো সময় আছে (২)
কুরআন-হাদীছ নিয়ে বুকে (২) ॥ -ঐ
আমরা সবাই যুদ্ধ করব আল্লাহ্‌রই পথে
কুরআন-হাদীছ সঙ্গে রবে ভয় কিরে মোদের (২)
আমাদের শক্তি অহি-র বিধান
রক্ষা নাইরে কাফের শয়তান (২)
পণ করেছি আমরা সবে (২) ॥ -ঐ
সকল আইন ভেঙ্গে দিব
অহি-র বিধান কায়েম করব (২)
দল বেঁধেছি আমরা সবে ॥ (২) -ঐ

বানভাসি মানুষের কষ্টগুলো

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, বগুড়া।

বানভাসি মানুষের কষ্টগুলো দেখার তো কেউ নাই
ঘরহারা ক্ষুধাতুর জীবনে মাথা গোজার ঠাঁই নাই,
এসো সহযোগিতার হাত বাড়াই
তাদের পাশে দাঁড়াই। -ঐ
বুকে কত স্বপ্ন নিয়ে সাজিয়েছিল সংসার
তাদের সুখের আশাগুলো ভেঙ্গে হ'ল চুরমার॥
বসতভিটা ভেসে গেল বন্যার নিঠুর গ্রাসে
শিশুদের আহাজারী ভেসে আসে বাতাসে।
ওরা বড় অসহায়
ওদের পাশে কেউ নাই।
তাদের মুখে ফুটাবে হাসি তোমার ক্ষুদ্র দান
আখেরাতের মুছীবতে পাবে তুমি প্রতিদান॥
মানবতা ডাকছে তোমায় আর্ত লোকের কাছে
ছুটে এসো সেবার তরে ওদেরও তো প্রাণ আছে।
ত্রাণ হাতে এগিয়ে যাই
তাদের পাশে দাঁড়াই।

বিচারপতি

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

বিচারপতি তোমার কাছে বিচার না পেলে
কোথায় বিচার পাব বল কার কাছে গেলে, বল কার কাছে গেলে।
সত্য পথে চলতে গেলে এই বিপদ আসে
আল্লাহ পাক ফরমিয়েছেন সূরা বাক্বারাতে
আল্লাহ তুমি রহম কর আমাদের উপরে
আমাদের উপরে। -ঐ
অন্যায় কাজ করে যারা ধরা নাহি পড়ে
ভাল মানুষেরা কষ্ট করে জেলখানার ভিতরে।
কত দোষী দেখ ছাড়া পেয়ে যায়, নির্দোষীরাই জেলে
কোথায় বিচার পাব মোরা কার কাছে গেলে। -ঐ
দুনিয়াটা ভরে গেছে যালেমের যুলুমে
সত্য বলার মানুষ নাইরে মিথ্যা সবাই বলে
আল্লাহ তুমি বিচার কর ইহ-পরকালে ইহ-পরকালে। -ঐ
ধৈর্য-ছবর দিও আল্লাহ মোদের অন্তরে
অধৈর্য যেন না হই মোরা কোন সময়ে
এই ফরিয়াদ করি আল্লাহ তোমার দরবারে তোমার দরবারে। -ঐ

বান্দাদের তরে রহমত

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

বান্দাদের তরে রহমত করে দিলে পাক মাহে রামাযান,
দিলে পাক মাহে রামাযান
আল্লাহ তুমি রহম করে এ বান্দাদের ত্বরিয়ে নিতে
দিলে পাক মাহে রামাযান। -ঐ
রোয হাশরের কঠিন দিনে
আল্লাহ তোমার রহমত বিনে
পাবে না কেউ নাজাত, আল্লাহ পাবে না কেউ নাজাত।
তাই গোনাহগার তোমার দরবারে
ফরিয়াদ করি আল্লাহ বারে বারে

পাই যেন নাজাত
আল্লাহ পাই যেন নাজাত।
বলেন আল্লাহ আল-কুরআনে
ক্বদর রজনীর প্রতিদানে
হাযার মাসের ছওয়াব। -ঐ

বলেছেন নবী পড়লে তারাবীহ

-মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, সাতক্ষীরা।

বলেছেন নবী পড়লে তারাবীহ
আগের গোনাহ মাফ হয়ে যায়
থাকে যদি ঈমান ছওয়াবের আশায়
পড়লে ছালাত রাখলে ছিয়াম পাপরাশি সবই ঝরে যায়। -ঐ
তারাবীহ পড় নবীর তরীকায়
তাড়াহুড়া করে নয় ধীরে ধীরে।
নবীর মত ছালাত পড়া চাই। -ঐ
বিশ রাক‘আত তারাবীহ্র দলীল কোথায়
জিজ্ঞাসি মোরা বিনীত কণ্ঠে প্রমাণ আছে কোন ঠিকানায়?
আট রাক‘আত তারাবীহ্র ছহীহ হাদীছ পাই
বুখারী ও মুসলিম দিচ্ছেগো তা‘লীম জননী আয়েশার বর্ণনায়। -ঐ

বড়

-আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী।

বড় জিনিসের চাইতে দেখ ছোট জিনিসের যশ
আঠিয়া কলার গাছ থাকিতে আখে মিষ্টি রস
বড় জিনিসের চাইতে দেখ ছোট জিনিসের মান
হস্তী ঘোড়া গণ্ডার থাকতে বকরী হয় কুরবান।
নদী বিল সাগরেতে আছে কত জল
রুগীর পথ্য দিলেন আল্লাহ ছোট্ট ডাবের ফল
শত শত ফল থাকিতে ত্রিফল হ’ল বেল
লাউ কুমড়া তাল থাকিতে সরিষাতে তেল।
বট বৃক্ষ থাকতে দেখো এক গাছে হয় গুয়া

Contents

উট পাখি থাকতে দেখো কুরআন পড়ে টিয়া।
ইসলাম ধর্ম সত্য দেখতে ছোট হ'লে
গুণে কিন্তু অনেক বড় জানিবে সকলে
মসজিদ ও মাদরাসাগুলি যদিও ছোট দেখ
আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয় সবাই জেনে রেখ।

বল ও দরদী আল্লাহ

-আব্দুর রায্‌যাক, রাজশাহী।

বল ও দরদী আল্লাহ-গো
কেমনে খেলি তোমার প্রেমের খেলা। -ঐ
দাও আমারে প্রেমের বিষম জ্বালা।
ও তোমায় দেখার আশে পাগল হইলাম গো (২)
সদায় মন আমার উতালা॥
দাও আমারে প্রেমের বিষম জ্বালা। -ঐ
নবী ওলী প্রেম করিতে ভুল করেনি কোন মতে (২)
ও সবাই প্রেমের সাগর পাড়ি দিল গো (২)
আমি রইব কি একেলা?
দাও আমারে প্রেমের বিষম জ্বালা। -ঐ
চাই না তোমার কিছু দয়াল এই পাগলের তরে,
একটু দেখা দিয়ো শুধু সেদিন দয়া করে, আল্লাহ সেদিন দয়া করে।
এই আমার আশা-ভরসা, আমি দয়াল নামে নই নিরাশা (২)
যেন তোমার প্রেমে বাঁচি মরি গো (২)
মেনে তোমার বিধান মালা
দাও আমারে প্রেমের বিষম জ্বালা। -ঐ।

বোরকা পরে চল মা বোন

-মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম।

বোরকা পরে চল মা-বোন সদা সর্বদায়
ঈমান আমল সব হারাবে দেখলে বেগানায়

স্কুল, কলেজ, কুটুমবাড়ী যাইতে যদি চাও
ঘর হ'তে বের হওয়ার আগে বোরকা পরে নাও
আপনজন এক সঙ্গে নিবে যাইবা না একাই। -ঐ
দুষ্টরা সব সুযোগ বুঝে করবে আক্রমণ
এদের বিচার করবে কিন্তু দেশের জনগণ
জাত কুলমান সব হারাবে কি হবে উপায়। -ঐ
এনজিওরা চাকুরী দিয়ে জয় করিল মন
স্বাধীনতা পেয়ে নারীরা করছে ইলেকশন
এক সঙ্গে করছে আলাপ বইসা নিরালায়। -ঐ
আর্মি পুলিশ টিচার হল কেউ বা ব্যারিস্টার
উকিল, হাকিম, জজ হয়েছে পুরুষ বলে স্যার
দাইয়ুছ হবে এদের স্বামী নবীজির ভাষায়। -ঐ
নারী থাকবে বাড়ীর মাঝে বাহির হবে না
আল-কুরআন আর ছহীহ হাদীছ পড়ে দেখ না
খুব যরূরী বলবে কথা আড়াল থাকিয়া। -ঐ

ভুল ভুল শত ভুল

-মনছূরুর রহমান, লালমনিরহাট।

ভুল ভুল শত ভুল বিলকুল ভুল
শাফা'আতের কাণ্ডারী মুহাম্মাদ রাসূল। -ঐ
সেই রাসূলের পথ ধরি, ঈমান-আমলের জিহাদ করি
নির্ভেজাল তাওহীদ আমার সংগঠনের মূল। -ঐ
শতদল ছিন্ন করি, আহলেহাদীছ কায়েম করি
এসো ভাই জিহাদ করি জিহাদে মকবুল। -ঐ
শিরক-বিদ'আতের ঝুঁটি ধরি, আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করি
রাসূলের নির্দেশ আমার কুরআন-হাদীছ মূল। -ঐ
রায়-ক্বিয়াসের মাথায় বাড়ি, সবাই মিলে কায়েম করি
নির্ভেজাল তাওহীদ আর সুন্নাতে রাসূল। -ঐ

ভাব নিরালায়

-সংগ্রহে : আবু সাঈদ, রংপুর।

ভাব নিরালায়! গযব কেন রে দুনিয়ায়?
শান্তি কেন নাইরে দুনিয়ায়?
মদের বাজার গরম হ'ল জুয়ার বোর্ডে মানুষ যায়
মিথ্যা কথা চোগলখোরী ছালাত পড়ে কয়জনায়?
যাকাত ছাড়া ধন বাড়ালো
সিনেমাতে ভিড় জমায়॥ -ঐ
সন্তান হয়ে মাতা-পিতার কথা শুনতে রাযী নয়
যাহা ইচ্ছা তাহাই করবো বুড়া-বুড়ির কিসের ভয়?
বুড়ার হ'ল মাথা খারাপ
ছালাত-ছিয়ামের জারি গায়॥ -ঐ
মেয়েরা কয় স্বাধীন হ'লাম পুরুষের আর দরকার নাই
পুরুষ দিয়া কি করিব নিজের কামাই নিজে খাই
বিমান হ'তে শুরু করে
মটর সাইকেল সব চালায়॥ -ঐ

ভয় নেইতো মোদের অন্তরে

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী ।

ভয় নেইতো মোদের অন্তরে
মুজাহিদ বেশে থাকব সদা রণ প্রান্তরে
কভু নয়তো শ্রান্ত রে॥-ঐ
নামে নামুক রক্তের ঢল
আমরাই তো আহলেহাদীছ যুবক দল
ওরে চল এগিয়ে সামনে তোরা বীর সৈনিক নওজোয়ান॥
হবেই হবে সত্যের জয় ওরা ভ্রান্ত রে। -ঐ
করবে করুক যতই কৌশল
দিয়ে যাই তাকবীর ধ্বনি হবে রে অচল
বক্ষে তোদের খাঁটি ঈমান থাকলে অটুট মনোবল॥
বিশ্ববাসী হার মানিবে যুগ-যগান্তরে॥ -ঐ

শিরক-বিদ‘আত আর কুসংস্কার
করব তো আমরা তাওহীদে ছারখার
বাতিলদের আস্তানা সব ভেঙ্গে করব চুরমার॥
জ্বলন্ত বিশ্ব অহি-র সুধায় করব শান্তরে, করব শান্তরে॥ -ঐ

ভাবো নিরালায়

-আব্দুস সাত্তার, বগুড়া।

ভাবো নিরালায় গযব কেন-রে দুনিয়ায়
শান্তি কেন নাইরে দুনিয়ায়?
টিভির বাজার গরম হ’ল পূজার মেলায় মানুষ যায়
ছালাত-ছিয়ামের ধার ধারে না যাকাত ছাড়া ধন বাড়ায়
সূদের টাকায় বড় হ’ল নারী পুরুষ সব জনায়। -ঐ
নেশার বাজার গরম হ’ল ছেলে-মেয়ে সবাই খায়
পিতা-মাতার ধার ধারে না যেথায় খুশি সেথায় যায়।
হারাম টাকায় হজ্জ করে ঈমানদারীর ভাব দেখায়। -ঐ
মেয়েরা কয় স্বাধীন হ’লাম পর্দার আর দরকার নাই
পর্দা করে কি করিব যেথায় খুশি সেথায় যায়।
শহর হ’তে শুরু করে গ্রামে-গঞ্জে সব জায়গায়। -ঐ
নারীর দখল ঈদের বাজার ধর্মসভায় মানুষ নাই
গীবত করা, চোগলখোরী, ডিমাণ্ড ছাড়ে কয় জনায়
ছেলে মেয়েকে গান শিখায়ে ভিসিডি দেখে রাত কাটায়। -ঐ

ভয় নাই ওরে কোন ভয় নাই

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

ভয় নাই ওরে কোন ভয় নাই
আল্লাহ যদি থাকে সহায়
দুর্গম গিরি পথ পাড়ি দিয়ে যাই। -ঐ
যুগে যুগে ইতিহাসে লেখা দেখা যায়
আল্লাহ্‌র পথে যারা কাজ করে যায়
বিনা পরীক্ষায় তাদের পাশ নাহি হয়। -ঐ

বাতিলের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়
আল্লাহ্‌র শক্তির কোন ক্ষয় নাই
সেই শক্তি তুমি দাওগো আমায়। -ঐ
দুনিয়ার খেলা ঘরে এসেছো হায়
মরণ তো একদিন ধরবে তোমায়
তাহ'লে তোমার আর দেরী কেন ভাই। -ঐ
দাওয়াতের লাগি নবী তায়েফেতে যায়
ওহোদের মাঠে নবী মার খেলেন হায়
ধৈর্যের গুণে শেষে এলো বিজয়। -ঐ
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মানে যারা
নিজ ঘর থেকে বাধা পায় তারা
সেই বাধাকে মোরা ভয় নাহি পাই। -ঐ
দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়া বড় কিন্তু নয়
আখেরাতের চাওয়া-পাওয়া বড় যেন হয়
এই ফরিয়াদ কবুল কর দয়াময়। -ঐ
দুনিয়ার জেল যুলুম ক্ষণিকের হায়
আখেরাতের জেলের কিন্তু কোন সীমা নাই
সেই খানে আমরা যেন মুক্তি সবাই পাই। -ঐ
ইহকালের চাওয়া পাওয়া বড় কিন্তু নয়
পরকালের চাওয়া পাওয়া বড় যেন হয়
এই ফরিয়াদ কবুল কর দয়াময়। -ঐ

ভণ্ড বাবা

-মুহাম্মাদ আবু তালেব।

ওরে ও খাজা বাবা, ওরে ও ভণ্ডবাবা
রোয হাশরে দেখবে তোমার কোন বাবা? -ঐ
কুরআনের ধার ধারে না, মাযারেতে তামাক খায়
লম্বা লম্বা চুল রেখেছে শিকল পরা সারা গায়
মোচে ঢাকিছে মুখ চিনা যায় না কি কারবার
ওরে ও পাগলা বাবা ওরে ও ভণ্ডবাবা। -ঐ
যত বাবা তত মাযার বাবা হ'ল বেশুমার

রেল লাইনে নাইরে মাযার বাস লাইনে সব মাযার
নিজের বাপের লয়না খবর মাযারে দেয় লালশালু
নিজের মায়ের লয়না খবর মাযারে দেয় লালশালু
ওরে ও ভণ্ড বাবা, ওরে ও পাগলা বাবা। -ঐ
মাযার ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ধর আল্লাহ্‌র দ্বীন আইন
এখনো সময় আছে তওবা করে হও মুমিন,
পিতা-মাতার চরণ সেবায় হওরে ভাই জান্নাতী। -ঐ

মারহাবা মারহাবা

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, জয়পুরহাট।

মারহাবা মারহাবা, মারহাবা মারহাবা
এগিয়ে চল বাংলাদেশের আহলেহাদীছ যুবকদল।
শাহাদতেরই কালেমা নিয়ে চলরে তোরা যুবকদল। -ঐ
ভয় কিরে তুই বীর মুজাহিদ লা-শরীক তোর পরিচয়
বিশ্ব জগৎ হার মানিবে হবে রে তোর হবেই জয়। -ঐ
কালেমারই দিব দাওয়াত, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নাই
কে আছ ভাই হও আগুয়ান এক কাতারে পা বাড়াই।
লক্ষ্য মোদের এক আল্লাহ বহু আল্লাহ্‌র পতন চাই
মুহাম্মাদ রাসূল মোদের আল্লাহ ছাড়া মা‘বূদ নাই। -ঐ
শিরক ও বিদ‘আত টুটবো মোরা ভাঙ্গব তাদের যত শির
হানব তাদের কঠোর আঘাত আছে যত ভণ্ড পীর। -ঐ
ঢেলাপীর আর তেনাপীর নেংটাপীর আর আফিমপীর
ভণ্ডদের ঐ আখড়াগুলি ভেঙ্গে দাও হে নতুন বীর। -ঐ

মোরা আহলেহাদীছ

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

মোরা আহলেহাদীছ সত্যের সেনা, ভয় করি না
দাওয়াত ও জিহাদে নামতে (২) মোরা ভয় পাই না॥
অন্ধ তাক্বলীদ করে হারাচ্ছ রে ঈমান
কুরআন হাদীছের তুই করলি না সন্ধান

যারা মুসলিম কুরআন-হাদীছ ছাড়া কিছু বুঝে না॥ -ঐ
অহি-র উপর বাতিলেরা করছে যখন আঘাত
বাতিলদের সঙ্গে তুমি করছ তখন আপোষ
যারা মুসলিম বাতিলের সাথে আপোষ করে না॥ -ঐ

মুজাহিদ জিহাদে মন ঢালো

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

মুজাহিদ জিহাদে মন ঢালো (২বার)
সকল আঁধার ঘুচবে জগৎ হবে আলোয় আলো॥ -ঐ
লুটতরায আর চাঁদাবাজি বোমাবাজি থাকবে না
নারী নির্যাতন নারী ধর্ষণ যৌতুকের পণ চলবে না
শিশু পাচার নারী পাচার
বন্ধ হবে সব অনাচার
শান্তি আবার ফিরবে ভুবন করবে ঝলমল॥ -ঐ
ঘুষখোরী আর জুয়াচুরি শারাবখোরীর আস্তানা
চুরি-ডাকাতি হাইজ্যাক-হরণ এসব নিত্য ঘটনা
সন্ত্রাস আর খুনাখুনি
সম্ভ্রম নিয়ে টানাটানি
আল-জিহাদে নিপাত যাবে গড়বে সমাজ ভাল॥ -ঐ
আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মহা শান্তির বিধান
কায়েম করে বইয়ে দাওরে বিশ্বে শান্তির বান
উপড়ে ফেল জাহেলিয়াত
বাতিলদের কর ধূলিস্যাৎ
আজ শান্তির জন্য ত্রাহি ত্রাহি বিশ্ব এলোমেলো॥ -ঐ

মরতে হয় যদি মরব

-মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, কুমিল্লা।

মরতে হয় যদি মরব, সারাটা জীবন আমি লড়ব
এই ভাবে আক্বীদার সংশোধন করব।
চারিদিকে সব যে ভীরুর মেলা

সত্যের ডাক এলে করে হেলা
আমি হব নাকো তাদের মত
শাশ্বত ইসলাম করতে প্রচার
জান্নাত বিনিময়ে জীবন বিলাব॥ -ঐ
আমি তেজোদীপ্ত বীর তরুণ
আবার জাগাব বিশ্বে সেই নবীর অরুণ
বাতিলের হুংকার করব যে খর্ব॥ -ঐ

মুমিন ভাই এক ছা‘ করে

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

মুমিন ভাই এক ছা‘ করে ফিৎরা দিয়ে যাই
পূর্ণ ছওমের নেকী যদি আমরা পেতে চাই
ফিৎরা দিয়ে যাইরে ভাই ফিৎরা দিয়ে যাই
আধা ছা‘ ফিৎরা দেওয়ার ছহীহ হাদীছ নাই। -ঐ
সমাজে যারা মিসকীন-ফকীর
নিযুক্ত এ মালে তাদের খাতির,
ইহাদের লাগি এ মাল বিলিয়ে দেওয়া চাই। -ঐ
ঈদগাহেতে যাওয়ার আগে, ফিৎরা দেরে আগে ভাগে,
নইলে এ ফিৎরা আবার
ছাদাক্বা হয়ে যায়। -ঐ
আহার্য বস্তু যার যা রবে সেটা দিয়েই ফিৎরা দেবে
টাকা পয়সায় ফিৎরা দেওয়ার
কোন বিধান নাই। -ঐ

মন চায় উড়ে যেতে

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

মন চায় উড়ে যেতে ঐ সে কাফেলায়
যেখানে দাওয়াত ও জিহাদ নবীর তরীকায়॥
যেখানে অহি-র বিধান, বাতিলের রয় না নিশান,
সে পথে শহীদ হব জান্নাতের আশায় গো॥

যে পথে শিরক ও বিদ‘আত হইতেছে জোরসে নিপাত
যেথা রয় রেযা তোমার, আল্লাহ নিয়ে যাও সেথায়॥
যে পথে নবী-রাসূল চলিয়া হইল মকবুল।
সে পথেরি দাঈ দলে আল্লাহ কর আমার ঠাঁই॥

মুজাহিদের ঐ সকল ধন প্রাণ

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

মুজাহিদের ঐ সকল ধন-প্রাণ
জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন রহমান।
তাওরাত ইঞ্জীল আল-কুরআনে
এই মহা কল্যাণ প্রদানে
এদেরই শুধু এমন ওয়াদা দিলেন রহমান। -ঐ
শত স্তর বিশিষ্ট জান্নাত
আকাশ ভুবন স্তরে তফাৎ
সেই গগনচুম্বী মুক্তা মহল
তারাই শুধু পাবে কেবল
জিহাদে যে সকল কিছু করেছে কুরবান। -ঐ
পাপমুক্তি আর আল্লাহকে দর্শন
সত্তর জনের শাফী এ জন
নাই গোরে আযাব হাশরে ভয়
ইয়াকুতের তাজ রবে মাথায়
এর পরেও পাবে হর মুজাহিদ বাহাত্তর হূর প্রতিদান
জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন রহমান। -ঐ

মুসলমানের রক্ত

-মুহাম্মাদ ইউসুফ আবুল হাসান।

মুসলমানের রক্ত দিয়ে ধরার যমীন লালে লাল
পুত্র শোকে ভাইয়ের দুঃখে মুমিন হৃদয় বেসামাল
অযোধ্যাতে আল্লাহ্‌র ঘরে বুত পূজারই পাঁয়তারা।
ক্ষুধার জ্বালায় দেশে দেশে আজ লক্ষ শিশু যায় মারা

ইরাক, ইরান, পাকিস্তান আজকে সবার নিদ হারাম
সন্ত্রাসীদের শীর্ষে নাকি লিস্ট হয়েছে ওদের নাম। -ঐ
আল-আহাদের ঝাণ্ডা নিয়ে কেউ দাঁড়ালো বিশ্বময়
মৌলবাদী গালি দেয় হায় নেয় কেড়ে নেয় মাথার তাজ
আহমদাবাদ জ্বলছে আজি বিরান কাবুল, কান্দাহার
কাশ্মীরে মুসলমানে নিত্য দিনে খাচ্ছে মার। -ঐ
লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তীনীর নেই যে হায় নেই ঠিকানা
বুলডোজারে জ্যান্ত ওদের পিষছে আজ শ্বেত হায়েনা
সোমালী মরু রোহিঙ্গারা কেঁদে কেঁদে চায় নাজাত
রক্ষা কর দয়াল প্রভু ধ্বংস যে প্রায় আজ উম্মত। -ঐ
বিশ্ব জুড়ে নেই কোথাও নেই অধিকার মুসলিমের
সন্ত্রাসীদের গন্ধ শুকে কণ্ঠ রোধে আজ তাদের
দুধে ধুয়া মার্কিন মোড়ল সন্ত্রাসী নয় ইসরাঈল
হালাকুদের সাথে ওদের থাক না যতই থাক না মিল। -ঐ
মুজাহিদদের হত্যা করে রুশ ভারতে বাহবা পায়
জান বাঁচাতে অস্ত্র নিলে বীর চেচেনের শির লুটায়
কেমন করে সইবো জ্বালা থাকতে লহু এই বুকে
আসছে আঘাত দিনের পরে মরছে মুমিন ধুকে ধুকে
অশ্রু যে আজ নেই নয়নে অগ্নি ঝরে চোখ থেকে
দ্বীনকে আযাদ করতে মুমিন সব রেখে চল জিহাদে। -ঐ

মোদের আহ্বান

- রাক্বীবুল ইসলাম, মেহেরপুর।

কুরআন সুন্নাহ্র পথে মোরা ডাকি সর্বদাই
তুমি আমি সকলে মোরা মুসলিম ভাই ভাই।
মানি না মোরা মানব রচিত কোন মতবাদ
পেয়েছি মোরা কুরআন সুন্নাতেই ইসলামের মূল স্বাদ।
এসো গো ভাই এগিয়ে এসো অহি-র পথের দিকে
এই পথই তোমায় নিয়ে যাবে জান্নাতের দিকে।
অহি-র আলোয় সাজিয়ে নাও তোমার জীবনটাকে। -ঐ

সত্য ন্যায়ের পথটি ধরে দাওয়াত দেব অবিরত
অহি-র পথের ছায়াতলে থাকব সবাই নত।
কুরআন সুন্নাহ পড়ে মোরা আমল করব নিজে
সেই পথেরই দাওয়াত দেব সকাল বিকাল সাঁঝে।
মোদের দো‘আ কবুল কর হে মহীয়ান
তোমার পথে যেন থাকি ওগো রহমান।
দোজাহানের সফলতা চাই যে সবাই। -ঐ

মুহার্‌রমের দশ তারিখ

- মুহাম্মাদ আজমাল, রাজশাহী।

মুহার্‌রমের দশ তারিখ নাজাতে মূসার দিন
ক্বওমে মূসা নাজাত পেয়েছিল সেই দিন..........(২)
সেই খুশিতে আমরা সবাই ছিয়াম রাখি এই দিন.....
মুহার্‌রমের দশ ....। -ঐ
লাঠির আঘাতে হ’ল বারো রাস্তা
দু’পাশে সরে গেল স্রোতধারা..............(২)
সেই খুশিতে আমরা সবাই ছিয়াম রাখি এই দিন....
মুহার্‌রমের দশ ....। -ঐ
ফেরাঊন ডুবে গেল লোহিত সাগরে
পার হ’ল ক্বওমে মূসা সারে সারে.................(২)
সেই খুশিতে আমরা সবাই ছিয়াম রাখি এই দিন....
মুহার্‌রমের দশ ....। -ঐ
মহান প্রভুর শুকরিয়ায় প্রিয় নবী রাখলেন ছিয়াম
বিগত বছরের গুনাহ মাফে হবো সফলকাম.........(২)
সেই খুশিতে আমরা সবাই ছিয়াম রাখি এই দিন....
মুহার্‌রমের দশ ....। -ঐ
এমনিভাবে পতন হবে যালেম চিরদিন
সফল হবে আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা মুমিন..........(২)
সেই খুশিতে আমরা সবাই ছিয়াম রাখি এই দিন....
মুহার্‌রমের দশ ....। -ঐ

মোরা গাইনা সঙ্গীত, গাই জাগরণী

-মুহাম্মাদ আজমাল, রাজশাহী।

মোরা গাইনা সঙ্গীত, গাই জাগরণী
মোরা চাইনা সুনাম, চাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। (২ বার)
মোরা আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী। -ঐ
মোরা দিয়ে যাই দ্বীনের দাওয়াত,
একে অপরের সাথে মিলিয়ে হাতে হাত। (২ বার)
মোরা দ্বীনের কাজে সামনে হাঁটি
মোরা আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী। -ঐ
মোরা সুরে সুরে ডাকি পথহারাকে
আল্লাহ্‌র পথে না চললে যেতে হবে জাহান্নামে। (২ বার)
মোরা জান্নাতের পথ দেখিয়ে, পাই তুষ্টি
মোরা আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী। -ঐ
মোরা সুরের ভাষায় কথা বলি,
মোরা রাসূলের দেখানো পথে চলি। (২ বার)
মোরা পৃথিবীর বুকে জ্বালাবো অহির বাতি,
মোরা আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী। -ঐ

মোরা হকের পথের দিশারী

-রাক্বীবুল ইসলাম, মেহেরপুর।

খাঁটি তাওহীদের প্রচারকারী মোরা সত্য পথের দিশারী
আহলেহাদীছ যুবসংঘ মোরা হকের অনুসারী।
ক্ষমতা চাইনি কোনদিন চেয়েছি নীতির পরিবর্তন
রাসূলের তরীকায় চেয়েছি মোরা আমলের সংশোধন।
আহলেহাদীছ যুবসংঘ মোরা অন্যায় কি সইতে পারি। -ঐ
দ্বন্দ্ব-ফাসাদ চাইনি মোরা চেয়েছি হকের পথে থাকতে
তাওহীদ কায়েম করতে চেয়েছি মোরা সবখানেতে।
আহলেহাদীছ যুবসংঘ মোরা বিজাতীয় মতবাদ কি মানতে পারি। -ঐ
ধ্বংস চেয়েছি মোরা শিরক-বিদ‘আতের যত আস্তানা

নিপাত যাক এদেশ থেকে বাতিলের যত আড্ডাখানা।
আহলেহাদীছ যুবসংঘ মোরা মুখ বুজে কি থাকতে পারি। -ঐ

মোরা আহলেহাদীছ যুবসংঘ

-রাক্বীবুল ইসলাম, মেহেরপুর।

সন্ত্রাস দুর্নীতিকে রুখতে মোরা জাগ্রত যুবকদল
মোরা বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের দল।
মোরা সত্যের ঝাণ্ডা নিয়ে উঁচু করেছি শির
মোরা জাগ্রত মুসলিম বীর।
মোরা বাতিলকে ঠেকাতে যাই চল চল চল
মোরা বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের দল। -ঐ
মোরা সত্য ও ন্যায়ের পথচারী
মোরা সমাজের দুষ্টক্ষত দূর করি
মোরা চাই কেবল সমাজ সংস্কার
দিতে চাই বিশুদ্ধ আক্বীদা আর আমল উপহার।
মোরা আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রদীপ জ্বল জ্বল
মোরা বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের দল। -ঐ
মোরা কুরআন হাদীছ মোতাবেক জীবন চালাতে বলি
চাই নাকো মোরা ফেৎনা-ফাসাদ, রক্তের হোলি
যে পথে চলেছেন ছাহাবী তাবেঈ আমরাও সে পথে চলি
বহু মত ও পথ ছেড়ে দিয়ে মুসলিম ঐক্যের কথা বলি।
মোরা ঈমানী শক্তিতে গড়তে চাই মনোবল
মোরা বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের দল। -ঐ

মুসলমান সব এক হয়ে যাও

-আব্দুল্লাহ আনছারী।

মুসলমান সব এক হয়ে যাও
অহি-র আলোকে জীবন গড়াও
রাসূল (ছাঃ)-কে নেতা মেনে
শাসন চালাও সব খানে

জীবন সুন্দর সুখী হবে তোমার, সুখী হবে দু'জাহান॥ -ঐ
উত্তম নেতা ছিলেন আবুবকর
তারপরে নেতা হ'লেন হযরত ওমর
উটের পিঠে রেখে চাকর নেতা হয়ে রশি টানে। -ঐ জীবন...
গহনার ভিতর শ্রেষ্ঠ স্বর্ণ
ধর্মের ভিতর ইসলাম ধর্ম
লোহার বর্ম গায়ে পরে
দাওয়াত ও জিহাদ চালাও সব জায়গায়। -ঐ জীবন...

মুখে নিয়ে তাকবীর ধ্বনি

-মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ, খুলনা।

মুখে নিয়ে তাকবীর ধ্বনি জাগো মুজাহিদ বীর
জাহেলিয়াতের দ্বার ভেঙে কাট যুলুমবাযের শির
জাহেলিয়াত সে তো রায় ও ক্বিয়াস, শিরক ও বিদ'আত, ফেরক্বা
এরি খপ্পরে পড়ে মানুষ, খাচ্ছে যত ধোঁকা।
ধর্মের নামে অধর্ম আর ত্বাগূতের জয়গান
নিখিল ভুবন কলুষ করছে বাতিলের শ্লোগান।
আর নয় ঘুম, জাগো মুজাহিদ অস্ত্র উঠাও হাতে
জাহেলিয়াতের সব দ্বার ভাঙো জিহাদী বজ্রাঘাতে
বজ্র কণ্ঠে গাহ সবে তুলে জিহাদী দৃপ্ত হাত
মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ॥

যুবসংঘ, যুবসংঘ

-ফায়ছাল আহমাদ, নাটোর।

যুবসংঘ, যুবসংঘ। যুবসংঘ, যুবসংঘ। (২)
বাঁধার প্রাচীর ভেঙ্গে উঠছে জেগে
যুবসংঘ আজ বিজয়ী বেশে। (৩)
কেউবা খালিদ কেউবা বেলাল (২)
হচ্ছে বড় দিনে দিনে

বাঁধার------------------।

শিরক ও বিদ‘আত নস্যাতে
ঐক্যবদ্ধ হও একই সাথে (৩)
মৃত্যু অবধি চলবে লড়াই (২)
প্রাণপণে স্থির করগো সবাই
বাঁধার-------------------।

রাত পোহাবার নেই যে বাকি
হারিয়েছে ঘুম সব তরুণ আঁখি (৩)
বিজয় কেতন নিয়ে আসবে ওরা (২)
জয়ীর বেশে হাসবে ধরা
বাঁধার-----------------।

দেশকাল চেয়ে আছে তাদের পানে
কুরআন সুন্নাহ যেন সবাই মানে (৩)
যুগে যুগে তরুণেরা হয়েছে সফল (২)
সাক্ষ্য দিয়েছে ইতিহাস অবিরল
বাঁধার--------------------।

যার যা আছে তাই নিয়ে

-যীনাত আলী, রাজশাহী।

যার যা আছে তাই নিয়ে আজ ঝাঁপিয়ে পড় রণে।
ও ভাই ঝাঁপিয়ে পড় রণে (২)
আবাল-বৃদ্ধ সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড় রণে ॥
ও ভাই ঝাঁপিয়ে পড় রণে (২)
কোন বাধা মানব না, শত্রু সেনাদের হানা
জীবন মরণ বাজি রেখে লড়াই তাদের সনে ॥-ঐ
ঘরে বসে থাকব না, আর কি আছে ভাবনা
ইসলামী দ্বীন কায়েম করব পণ করেছি মনে ॥ -ঐ
কবরপূজা চলবে না, পীর-ফকীরের আস্তানা
শক্ত হাতে করব দমন আল্লাহ্র যমীনে ॥-।
ও ভাই ...... (২ বার)।

Contents

যৌতুক লোভী মুসলমান

-মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান।

শোন বাংলার মুসলমান যৌতুকেরই লোভে হারাইওনা ঈমান
বলেছেন নবী যৌতুক প্রথা সবই বিলকুল হারাম। -ঐ
যৌতুক নিয়ে করলি বিয়ে, হালাল হারাম না চিনিলে
নবী বলেন ওদের সাথে আত্মীয়তা কর না। -ঐ
যৌতুক প্রথা সর্বনাশা, কেড়ে নিল বুকের আশা
কত মায়ের জীবন গেল, কত বোনের জীবন গেল
যৌতুকেরি দায়। -ঐ
মেয়ের বাবা কাঁদে বসে, ছেলের বাবা মুচকি হাসে
পরের টাকায় করবে বাড়ী, পরের টাকায় কিনবে গাড়ি
কিনবে ভিসিয়ার। -ঐ
কত হাজী, গাযী, মৌলভী আর মুনশী
কেউ ছাড়লো না যৌতুক লোভী
সবাই পড়ে মরণ ফাঁদে
যৌতুকের দায়। -ঐ

যেতে হবে পরপারে

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

যেতে হবে পরপারে (২)
সোনারই অঙ্গ তোমার কবরে মিশাবে
দুনিয়ার মায়ায় রইলি পড়িয়া
কি জবাব দিবে বন্ধু কবরেতে যাইয়া
কবরের মাটি সাপ বিচ্ছুর ঘাটি
কেমনে থাকবে তুমি তাহারও ভিতরে। -ঐ
অন্যায় অত্যাচারে রইলে ডুবিয়া
কি জবাব দিবে বন্ধু পরকালে যাইয়া
পরকালের শাস্তি আগুনের হাতুড়ী
কেমনে সইবে এ কঠিন জ্বালা -ঐ
কেমনে থাকবে তুমি জাহান্নামের ভিতরে। -ঐ

হাশরের ময়দান বড় ভীষণ স্থান
কেমনে দিবে পাড়ি পুলছিরাতের পুল
মীযানের পাল্লা যদি না ভারী হয়
নেকীরও পাল্লা যদি না ভারী হয়
কেমনে যাইবে তুমি জান্নাতের ভিতরে। -ঐ

যুক্তিবাদের যুক্তিতে হায়

-মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন, পাবনা।

যুক্তিবাদের যুক্তিতে হায় জাহেলিয়াতের আগমন
ফের আযরের মূর্তি আবার মোদের হাতে উত্তোলন। (২)
সাভারের মিনার কেমনে শাহাদাতেরই সাক্ষ্য হয়
এদেশের ভার্সিটিতে কিসের মূর্তি দেখা যায়
যুগে যুগে এমনি করে মূর্তিপূজক এসেছে
স্বাধীনতার দোহাই পেড়ে মূর্তি ওরা গড়েছে। -ঐ
মিনারে নীরবতা এই বিধান কি ইসলামের
মুসলমান নতজানু খাম্বা দেখে সিমেন্টের
যুগে যুগে এমনি করে মূর্তিপূজক এসেছে
স্বাধীনতার দোহাই পেড়ে মূর্তি ওরা গড়েছে। -ঐ
বিশ্বে শহীদ কে আছে রে তাঁদের চেয়ে সম্মানী
বদর ওহোদ খন্দকে যাঁরা করল জীবন কুরবানী
হয় না কেন মিনার তাঁদের হয় না কেন অনুষ্ঠান (২)
মুসলমানের করছো দাবী কেমনে তুমি মুসলমান। -ঐ

রামাযানের ঐ ডাক এসেছে

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

রামাযানের ঐ ডাক এসেছে শোনরে ও ভাই মুসলমান
পাপ কাজ হ'তে বাঁচরে এবার খাঁটি কর ভাই দিল ঈমান।
সারা বছর পাপ করলি যত
হারাম কামাই করলি কত

তওবা করে মাফ চেয়ে নে আল্লাহ বড় মেহেরবান।
ছালাত পড়ে ছিয়াম রেখে
আল্লাহ্র সরল পথটি ধরে
শিরক ও বিদ‘আত ছেড়ে তাওহীদের কালেমা পড়।

রামাযান এলোরে দুনিয়ায়

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

রামাযান এলোরে দুনিয়ায়
হাযার মাসের ছওয়াব নিয়ে এলোরে রামাযান
কে আছিস ভাই ছুটে চলে আয়
সময় যে বয়ে চলে যায়। -ঐ
একটি মাসের ছিয়াম রাখিলে
অগণিত ছওয়াব মিলে।
কে আছিস ভাই জলদী করে আয়
ছিয়াম যে ডাক দিয়ে যায়। -ঐ
ক্বদর রাত্রি কবুল হ’লে
হাযার মাসের অধিক ছওয়াব মিলে।
কে আছিস ভাই তাড়াতাড়ি আয়
সময় যে বয়ে চলে যায়
ছিয়াম যে ডাক দিয়ে যায়। -ঐ

শোন শোন মা ভগ্নিগণ

-শিহাবুদ্দীন সুন্নী, গাইবান্ধা।

শোন শোন মা ভগ্নিগণ শোন পর্দার বর্ণনা
পর্দা করা আল্লাহ্র হুকুম কুরআন খুলে দেখ না। -ঐ
সূরা নূরের চার রুকূতে ফরমিয়েছেন রব্বানা
ওগো আমার দ্বীনের নবী বল যারা মোমেনা। -ঐ
দৃষ্টি সদা নিম্নে রাখবে বেগানাকে দেখবে না।
নিজ বাড়ীতে থাকবে সদা পাড়া-গ্রামে ঘুরবে না। -ঐ

মাথা হ'তে পা ঢাকিবে অংগের শোভা দেখাবে না।
নিজের ইয্যত রক্ষা করবে যেনা-ব্যভিচার করবে না। -ঐ
স্বামীর অধিকার সর্ব অঙ্গে কিছুই তাহার নাই মানা
দেবর ভাশুর বোনাই বিহাই দেখা করা চলবে না।
মন দিয়ে শোন মা ভগ্নিগণ কে আপন কে বেগানা
কার সঙ্গে করবে দেখা কার সঙ্গে করবে না। -ঐ
পিতা শ্বশুর ভাই ভাতিজা নিজের ছেলে যে জনা
চাচা মামা বোনের বেটা সতীন বেটা এগানা।
অতিবুড়ো অবুঝ ছেলে আর যে নারী মোমেনা
এদের সাথে চলবে দেখা ফরমিয়েছেন রব্বানা।
ক্রীতদাস আর আপন জামাই আপন দাদা আর নানা
এদের সাথে চলবে দেখা কয় দুলালে আমেনা। -ঐ

শাহরু রামাযান

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

পুণ্যে ভরা অতুল সাগর শাহরু রামাযান
এই মাসেতে নাযিল হলো পাক আল-কুরআন। -ঐ
শয়তানের পায়ে শিকল এই মাসেরই মর্যাদায়
জান্নাতের দুয়ার খোলে জাহান্নামের বন্ধ হয়
এই মাসেতে পাপী-তাপী পায়রে পরিত্রাণ
শাহরু রামাযান। -ঐ
ওরে পাপী-তাপী ভাই-বোনেরা পাপ মোচনের এলো দিন
ত্রিশটি দিনের ছিয়াম ব্রতে বাজাও সবে প্রাণের বীণ।
সব গোনাহ দূর হবে তোমার, এই সাগরে করলে স্নান
শাহরু রামাযান। -ঐ
ক্বদরের রাত্রি তোমরা ইবাদতে জাগো ভাই
হাযার মাসের নেকী পাবে এতে কোন সন্দেহ নাই
এ'তেকাফে বসে আল্লাহ্‌র গাওরে সবে গুণগান
শাহরু রামাযান। -ঐ

শোনরে মুসলমান

-মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার।

শোনরে মুসলমান তোরা পড়লি না কুরআন
আদেশ নিষেধ কি করেছেন দয়াল রহমান পাক সোবহান
পাঞ্জেগানা পড়লি ছালাত খেয়াল করলি না
রাসূলের তরীকায় তাহা হ'ল কি-না
তর্ক বাহাছ করলি কত এছলাহ করলি না
কুরআন-হাদীছ পড়লে পাবি হকেরই সন্ধান। -ঐ
মাযহাব মতে পড়লি ছালাত ছিয়ামও করলি তাই
নবীর হাদীছ ইনকার করলি হজ্জ যাকাতও নাই
মুক্তির আশায় পীর ধরলি নযর-নেওয়ায কতই দিলি
শয়তানের ধোঁকায় পড়ে হারালি ঈমান। -ঐ
মা-বাপ, শ্বশুর-জামাই মেয়ে ভাই-ভাবী আর পাড়ার ছেলে
হায়া ভুলে দেখছ টিভি এক সঙ্গেতে সবাই মিলে
মৌলভী, হাজী, মুন্সী, গাযী, টিভি-ভিসিডি সবার বাড়ী
মুমিনের করো দাবী কেমন মুসলমান। -ঐ
মসজিদে ময়দানে কর ইবাদতের ভান
আবার পীরের দরগায় ঠুকছো মাথা কেঁদে করছ বান
কাবা ছাড়া হজ্জ করতে যাও টঙ্গিরও ময়দান
তোমরা কেমন মুসলমান পড়লি না কুরআন। -ঐ

শোন বাংলার মুসলমান!

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

শোন বাংলার মুসলমান! তামাক বিড়ি দিয়ে কেন কর সম্মান
বলেছেন নবী, 'নেশার বস্তু সবি বিলকুল হারাম'। -ঐ
আত্মীয়-স্বজন আসলে বাড়ী খাইতে দেও পাতা, জর্দা, বিড়ি
বিড়ি ছাড়া অন্য কিছু, তামাক ছাড়া অন্য কিছু ভাল লাগে না। -ঐ
মাস্টার স্যার খায় অফিসে, দাদা খায় মাঠে
ঘরের কোণে দাদী টানে, নাতি-নাতনী হাসে। -ঐ
গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ নিয়ে বুড়া-বুড়ি বিড়ি কিনে

বছর শেষে কিস্তির জ্বালায় বিষ করে পান।
শোন বাংলার মুসলমান ....। -ঐ

সকাল হ’ল শোনরে আযান

-জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

সকাল হ’ল শোনরে আযান উঠরে শয্যা ছাড়ি
মসজিদে চল দ্বীনের কাজে ভুলে দুনিয়াদারী।
অযূ করে ফেলরে ধুয়ে নিশি রাতের সব গ্লানি
সিজদা করে জায়নামাযে ফেলরে চোখের পানি
আল্লাহ্‌র নামে সারাদিনের কাজ হবে না ভারি। -ঐ
ছালাত পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কর তুই
ফুল-ফসলে ভরে উঠুক সকল চাষীর ভুঁই
সকল লোকের মুখে হোক আল্লাহ্‌র নাম জারী। -ঐ
ছেলে-মেয়ে সংসার ভার সপে দে আল্লাহরে
আল্লাহ্‌র দয়া ভিক্ষা কর, বারে বারে
তোর হেসে নিশি প্রভাত হবে সুখে দিবি পাড়ি। -ঐ

সেই জান্নাত আমার কাম্য

-আব্দুল মান্নান, সাতক্ষীরা।

সেই জান্নাত আমার কাম্য
শুধু জান্নাত আমার কাম্য
যে জান্নাতের তরে রাসূল জিহাদ করেছেন অদম্য
জান্নাত সেতো ঘরে বসে পাওয়ার নয়
প্রয়োজনে জীবন হবে বিনিময়
তাহার লাগি মনের মুকুরে গড়েছি এক অরণ্য॥
এসো সবাই জিহাদ করি কুরআন-হাদীছের জন্য
জিহাদ যদি কবুল করেন আল্লাহ
জান্নাত দিবেন তাতে কোন সন্দেহ নাই
সেই জিহাদে আমি যেন হ’তে পারি গণ্য॥

Contents

আল্লাহ তুমি কবুল কর অধমের এই ফরিয়াদ
শাহাদতের দরজা যেন আমি পাই
সেই কাতারে দিয়ো ওগো মোরে ঠাঁই
দো'আ আমার কবুল করো আমি এক নগণ্য॥

সামনে এগিয়ে চলো

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, বগুড়া।

সামনে এগিয়ে চলো, মাড়িয়ে বাঁধার পারাবার
শ্রান্তি দু'পায়ে দলো, ফিরিয়ে আনো স্বাধিকার॥
আল্লাহ্‌র যমীনে, আল্লাহ্‌র আইনে,
চলবে আদম সন্তান,
আল্লাহ্‌র কাছে ছাড়া আর কারো কাছে মোরা
নোয়াবো না এই গর্দান॥
মোরা আল্লাহ্‌র সৈনিক
বাতিলের সাথে লড়বই দৈনিক
যেন ফিরে পাই রাসূলের পথে চলার অধিকার॥ -ঐ
শিরকের পথ ছেড়ে, তাওহীদী পথ ধরে
এসো হকের পথে,
সুন্নাহ্‌র পাল তুলে বিদ'আতী পথ ভুলে,
ডাক হায়দারী হাঁকে॥
পাড়ি দিয়ে সাগরে সাগরে
সুন্নাহ্‌র ফেরি করি নগরে নগরে
নবীর আদর্শে মিটে যাবে হাহাকার॥ -ঐ
দাওয়াতের ময়দানে, মুক্তির জয়গানে
নবীনেরা হও আগুয়ান,
আশা নিয়ে মনে-প্রাণে, জান্নাতের পানে
ডাক তাদের যারা বে-ঈমান॥
ছাহাবার যুগ থেকে
প্রেরণা নাও বুকে
ফিরিয়ে আনো সোনালী দিন সেই রাশেদার॥ -ঐ

সাবধানে থাকিও মুমিন

-আব্দুল্লাহ, সিরাজগঞ্জ।

সাবধানে থাকিও মুমিন ঈমান রাখা দায়
ক্বিয়ামতের আলামত ভাবে বুঝা যায় -ঐ
কি লিখবো ভাই বাংলার বাণী
লিখতে ঝরে চোখের পানি
টাকার লোভে মানুষ মারে সোনার এই বাংলায় -ঐ
বিশ্ব জরিপ দুর্নীতিতে
বাংলাদেশ ভাই এক নম্বরে
এমন দেশ কি পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় -ঐ
ছয় বছরের শিশু ধর্ষণ
বাংলা ছাড়া হয় নাই এমন
ধর্ষণে সেঞ্চুরীর উৎসব ভার্সিটিতে হয়। -ঐ

সত্যের সংগ্রাম করেছি

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, বগুড়া।

খোলাফায়ে রাশেদার প্রদীপ্ত পথ ধরে
যুগে যুগে আমরাই জেগেছি,
বুকে নিয়ে কুরআনের বিপ্লবী পয়গাম
বারে বারে দেশে দেশে লড়েছি।
সত্যের সংগ্রাম করেছি॥
মোরা চির বিদ্রোহী বিপ্লবী সৈনিক
মানি না বিধান কোন মানুষের,
আমরাই ভাঙব বাতিলের প্রাসাদ
আর ভ্রান্ত পথ যত ত্বাগূতের। (২বার)
আমাদের তানযীম সীসাঢালা প্রাচীর
প্রাণবাজি এই পথে রেখেছি॥
বাতিলের সাথে চির আপোষহীন
মোরা আহলেহাদীছ এই ধরাতে,
কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে থাকি

দৃঢ়ভাবে মোদের আক্বীদাতে। (২বার)
জীবন ও মরণের যাবতীয় ফায়ছালা
আল্লাহ্র কাছে মোরা সঁপেছি॥
মোরা সদা আল্লাহ্র পথে ডাকি
জাগ্রত জ্ঞান নিয়ে মহীতে,
শিরক ও বিদ‘আতের লেশটুকু
নেই মোদের দাওয়াতে। (২বার)
ফিরক্বায়ে নাজিয়ায় গণ্য হয়ে মোরা
জান্নাতী সম্বল খুঁজেছি॥ -ঐ

সমাজ বিপ্লবের ধারা

- রাক্বীবুল ইসলাম, মেহেরপুর।

আক্বীদার সংশোধনই সমাজ বিপ্লবের অন্যতম হাতিয়ার
নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা খুলে দিবে নাজাতের দ্বার।
যত সব ভ্রান্ত তরীকা জাহেলী মতবাদ
এখনো মানুষকে পান করতে দেয়নি বিশুদ্ধ ঈমানের স্বাদ।
সেকালের ন্যায় একালেও চলছে ক্ষমতা দখলের মহড়া
দিনে দিনে বহু মতবাদ হয়েছে যে খাড়া। -ঐ
তাওহীদ সুন্নাহ ভূলুণ্ঠিত আজ ভণ্ড আলেমদের হাতে
শিরক ও বিদ‘আতের যত বেসাতি গড়েছে তারা আপন হাতে।
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ নিয়ে চালাও দাওয়াত ও জিহাদ
ক্ষণিকের এই বসুধায় যেন ভাঙ্গে না ধৈর্যের বাঁধ।
কথা, কলম, সংগঠন হোক দাওয়াত ও জিহাদের হাতিয়ার
থেমো না থেমো না কখনো দুঃখ কষ্ট আসুক যদিও বারবার। -ঐ

হে রহীম হে রহমান

-মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন, কুষ্টিয়া।

হে রহীম হে রহমান, হে রহীম হে রহমান
আমরা তো শুধু তোমার গোলাম

তোমারই হাতে মোদের প্রাণ। -ঐ
তোমার হুকুমে যেন চলি সদা
দ্বীন ভিক্ষা মাগি ওহে আল্লাহ
তোমার করুণা কর মোদের দান
হে পাক মেহেরবান। -ঐ
মানুষে মানুষে শুধু হানাহানি
চাপা কান্নায় চলে শুধু কানাকানি
আমরা শুধু তোমার বিধান মানি
হৃদয়ে মোদের কর আলো দান। -ঐ
‘রাসূল’ আসবে না কুরআনের বাণী
‘ওমর’ আসবে না তাতো বলনি
ফরিয়াদ করি তোমার দরবারে
একজন ‘ওমর’ দাও দয়াময়
মুছাতে মানুষের অশ্রুবান। -ঐ

হে মহীয়ান হে গরীয়ান!

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

হে মহীয়ান হে গরীয়ান হে রহমান!
বিশ্ব জুড়ে তুমি বইয়ে দিলে আজি রহমতের বান
মাহে ছওমের প্রতি দিনে ঝরাও রহম ধারা
দিনে-রাতে মাগফিরাতের বহাও প্লাবন ধারা
বিশেষভাবে জাহান্নাম হ’তে দাও পাপীদের পরিত্রাণ।
হে মহীয়ান হে গরীয়ান হে রহমান
নয় নয় নয় নয়তো কিছু বিশেষ রহম বিনে
এ বান্দাদের শ্রেষ্ঠ উম্মাত করে দেবে কেমনে?
হাযার মাসের অধিক নেকী একরাতে তাই কর দান
হে মহীয়ান হে গরীয়ান হে রহমান!
ছওমের নেকী নিজ হাতে দিবে কি অসীম অবদান
হে মহীয়ান হে গরীয়ান হে রহমান!

হে ভাবুক

-আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী।

হে ভাবুক ভেবে দেখ বসে নিরালায়
শান্তি কেন নাইরে দুনিয়ায়
গযব কেন রে দুনিয়ায়। (২)
খাঁটি ধার্মিক নাই তো দেশে
মুসলিম চলছে কাফের বেশে
কথায় কাজে ব্যবহারে বেদ্বীন বুঝা যায়। -ঐ
ছালাত ছিয়ামের ধার ধারে না
সত্য কথা কেউ বলে না
মিথ্যা আর চোগলখোরী করিয়া বেড়ায়। -ঐ
অফিসগুলি ঘুষে গরম
অফিসারদের নাইতো শরম
পার্টি দেখলে তারা ঘুষের হাত বাড়ায়। -ঐ
যালেম অত্যাচারী যত,
জমির আইল কাটে কত
অন্যের জমি ছোট করে নিজেরটা বাড়ায়। -ঐ
লোক যায় কোর্ট-কাচারিতে,
হক ইনসাফ হক বিচার পেতে
ঘুষ দিলে চোর, ডাকাত, খুনি খালাস পেয়ে যায়। -ঐ
মাথায় কাপড় দেয় না নারী,
পিঠে, বুকে দেয় না শাড়ী
বেহায়া বে-শরম নারী চলে বেপর্দায়। -ঐ
নিউ মার্কেট আর গাউছিয়াতে
যাচ্ছে নারী শতে শতে
নারীর জ্বালায় পুরুষদের চলা হ’ল দায়। -ঐ
নেতৃত্ব আর মাতব্বরী
নিয়ে গেল দেশের নারী
পুরুষের মান সম্মান রইল কোথায়- ঐ
চেয়ারম্যানী আর মেম্বারী, তাও নিল কতক নারী
শরম, ভরম উঠে গেল দেশের সব জায়গায়। -ঐ
আলেম কামেল মুফতিয়ানে

কুরআন হাদীছ কত জানে
ইজমা ক্বিয়াস টেনে আনে ফতোয়ার বেলায়। -ঐ

হাদীছ ভেবে ভুল করে

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

হাদীছ ভেবে ভুল করে জীবনে আমি কত আমল করিলাম
বিনিময়ে পরকালে আমলের খাতায় শূন্য পেলাম।
মীযানের পাল্লায় শূন্য পেলাম। -ঐ
নিজের ঘরে রেখে অহি-র কালাম
শুনলাম শুধু মোল্লার বদনাম
অন্ধ থাকায় ছহীহ হাদীছ নাহি চোখে দেখলাম। -ঐ
আলো ভেবে কিছু আলেমদের পিছে
ঘুরেছি শুধু মিছে মিছে
জীবন সন্ধ্যায় ছহীহ হাদীছ নাহি আমি মানলাম। -ঐ

হক বুঝে তুই হকের প্রতি

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

ও মন হক বুঝে তুই হকের প্রতি আমল কেন করলি না
তোর হেলায় খেলায় কাটলো জীবন একবার ভেবে দেখলি না॥
ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাতে
গাফলতি তোর সবখানেতে
বিধান মতে গড়তে জীবন সুপথ চিনেও ধরলি না॥ -ঐ
মুখে দাবী করিস মুমিন
পাপে ডুবে থাকলি চিরদিন
তোর ঈমান যে সব লুটে নিল (২) কিছুই খেয়াল রাখলি না॥ -ঐ
করলি যদি কিছু আমল
ও তোর ব্যক্তি জীবনে সে কেবল
ওরে বৈষয়িক জীবনে নাস্তিক তুই স্বার্থ ছাড়তে পারলি না॥ -ঐ
ছেড়ে দে তুই জুয়াচুরি
বাজলো যখন মরণ ঘড়ি
ওরে সবই যে তোর পড়ে রবে বুঝেও কেন বুঝলি না॥ -ঐ

সোনামণিদের জাগরণী

ফুটন্ত গোলাপ

- মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, খুলনা।

‘সোনামণি’ এক ফুটন্ত গোলাপের নাম।
রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ার সংগ্রাম॥
দশটি গুণাবলী আর নীতিবাক্য পাঁচ
জীবন গড়ার এক অভিনব ছাঁচ।
পথহারা পাবে পথের সন্ধান।
দূর হয়ে যাবে যত কলুষ-কুনাম। -ঐ
এ নামে যে এত মধু
হৃদয় আকুল করা জাদু।
মুমিন হৃদয়ের কামনা
তৃষিত হৃদয়ের বাসনা
সর্বত্র বিরাজিত যার সুনাম।
সে যে সোনামণি, সে যে এক পুষ্পকলি। -ঐ

সোনামণি

- মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, খুলনা।

এসো সোনামণি! এসো জলদী করি!!
রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ি।
শিশু-কিশোরদের মাঝে আনি ইসলামী চেতনা
ব্যক্তি, সমাজ গড়ে করি আল্লাহ্র সন্তোষ কামনা।
প্রচার, সংগঠন, প্রশিক্ষণ
আর সমাজ সংস্কার (২বার)
জাতি গঠনে এই মোদের কর্মসূচী চার। -ঐ
তাওহীদ মোরা করব কায়েম

জীবনের সকল শাখে (২বার)
রাসূলের দেখানো পথে মোরা, মোরা চলব একসাথে। -ঐ

খাঁটি সোনা

- ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ, বগুড়া।

ধরণীর বুকে কত যে মানুষ
তবুও আসল মানুষ যায় না চেনা।
সকলের কাছে প্রিয় তুমি যে
কারো কাছে তুমি নও অজানা॥
বাবা-মার কাছে জ্যোৎস্নাভরা
সোনামণি তুমি খাঁটি সোনা।
মিষ্টি মিষ্টি মুখটি তোমার
মুচকি মুচকি হাসি,
আল্লাহ্র দেয়া নে‘মত তুমি
তাই তোমায় ভালবাসি॥
নির্ভেজাল আর কলুষমুক্ত
তোমার জীবন খানি,
সবারই হৃদয়ে রয়েছ তুমি
খাঁটি সোনা তুমি সোনামণি॥

হে প্রভু

হে প্রভু মনে আমার দাও ওপারের ভয়
ও আমি সারাটিক্ষণ ভ্রমে থাকি
মনটা সদা পাপে ধায়। -ঐ
দুনিয়ার রঙ্গ মেলায়
ভেসে চলি ভ্রান্ত ভেলায়
হঠাৎ কখন মরণ মাঝি
প্রাণটা নিয়ে যায়
ও আমি সইতে পারি না মৃত্যু জ্বালা

কষ্টে বুকটা ভেঙ্গে যায়॥ -ঐ
সাড়ে তিন হাত বদ্ধ নীড়ে
যেতে হবে মৃত্যু পরে
মুনকার-নাকীর এসে তথায়
জিজ্ঞাসিবে হায়
আমি কি বলিব তাঁদের তরে
মুখে কোন ভাষা নাই॥ -ঐ

প্রার্থনা

নবীর পথ ছেড়ে আমি নাহি যেন যাই
এ কথাটি আমি শুধু বলি যে তোমায়।
জান্নাত এ পথের শেষ ঠিকানা
মরণ এলেও তাই ছেড়ে দেব না॥
বিপথে চলে যাই যদি আমি
হে প্রভু ফিরাইয়ো মোরে তুমি॥
বিপথে আছে যারা, গড়ে নরক ঠিকানা
তুমি কভু মোরে সে পথে নিয়ো না॥ -ঐ
নিজ হাতে দ্বীনের বিধান গড়ে যারা
পরকালে কি পাবে নরক ছাড়া
জাহান্নামে কভু মোরে
তুমি দিয়ো না॥ -ঐ

আম্মু বলেন

-আব্দুর রায্যাক সালাফী।

আম্মু বলেন সোনামণি
যাসরে কোথায় বল।
আমি বলি বিদায় দাও মা করিও না ছল॥
রক্ষা করতে হবে দ্বীন
যদিও জীবন হয় বিলীন॥ -ঐ
খেলার সঙ্গী বন্ধুরা সব

খেলা-ধুলা ছাড়,
শপথ করে ছুটে এসে
এক সাথে জোট গড়া৷ -ঐ
বিশ্বজুড়ে বাতিলরা সব
মেতে উঠেছে।
ইসলামকে মুছে দিতে
জোট বেঁধেছে।
শাহাদতের তামান্নায়
সামনে ছুটে চল। -ঐ

আমার নাহি নাহি ভয়

-কাজী নজরুল ইসলাম।

আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়
আমার নবী মুহাম্মাদ, যাহার তা'রীফ জগৎময়।
আমার কিসের শঙ্কা,
কুরআন আমার ডঙ্কা,
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়।
আল্লাহু আকবার ধ্বনি
আমার জিহাদ বাণী
আখের মুকাম ফেরদৌস, আল্লাহ্‌র 'আরশ যেথায় রয়
আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।

ডাকছে

রাত পোহাল ফজর হ'ল
ডাকছে মুওয়াযযিন
ঘুমের চেয়ে ছালাত ভাল
কায়েম কর দ্বীন।
ওযূ করে টুপী পরে
মসজিদে যাই

Contents

আল্লাহ্ হলেন সবার বড়
তাঁর বড় কেউ নাই।
তাওহীদের ঐ সবক নিয়ে
আয়রে সবে আয়
মুওয়াযযিন ডাক দিয়েছে
সময় চলে যায়।
আযান শুনে বসে থাকা
নয় মুমিনের কাজ,
সে কাজ মোরা করবো নাকো
তওবা করি আজ॥

চল

চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল
সঠিক পথে চল।
দাওয়াত ও জিহাদের পথে
সবাই মিলে চল।
চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল।
বুকে ঈমান নিয়ে
মুখে কালেমা বলে।
বীরের মতো চল।
চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল।
তাওহীদের পথে চলব মোরা
মোদের হবে জয়
আমরা সোনামণির দল।
চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল।
কুরআন-হাদীছের পথে চলব
জান্নাতের জন্য লড়ব
মোরা নবীন কিশোরের দল
চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল।

শিক্ষা জাগরণী

-আব্দুল ওয়াদূদ, কুমিল্লা।

বই খাতা কলম আমাদের সাথী,
যাতে বাড়ে মোদের জ্ঞান-এর জ্যোতি।
সকাল-বিকালে সময়মত মোরা
পড়তে বসি
সুন্দর জীবনের জন্য মোরা চেষ্টা করি বেশী
গড়েছেন যাঁরা সোনার জীবন
আমরা জানি তাঁদের খ্যাতি। -ঐ
আব্বু, আম্মু, শিক্ষকের কথা
মেনে চলি নিয়মিত
পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখি
কাজ থাকুক যত শত। -ঐ

সোনামণির ইচ্ছা

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, বগুড়া।

মনের মাঝে জেগে উঠে
ইচ্ছা অবারিত
জ্ঞানের আলোয় জীবনটাকে
করব আলোকিত॥
কুরআন-হাদীছের জ্ঞানের প্রভা
এনে দেয় জীবনে গৌরব
অজ্ঞতা-অজানার বাঁধন খুলে
ছড়িয়ে দেয় সদা সৌরভ।
জ্ঞানের আলোকে আমল করে
করব নিজেকে উচ্চকিত॥
জ্ঞান সাধনায় সদা মগ্ন থেকে

Contents

বিকশিত করব মনের পরাগ,
জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে
জ্বালব অহি-র ইলমী চেরাগ।
বই পড়ার অভ্যাস করলে হবে
জ্ঞানের দুয়ার উন্মোচিত॥

তওবা

-রাক্বীবুল ইসলাম, মেহেরপুর।

তওবা করে আজ শুদ্ধ হয়ে যাও
জীবনটাকে আল্লাহ্‌র রঙে রাঙিয়ে নাও।
পাপ হ'লে তওবা করে পুণ্য দিয়ে বদলে দাও। -ঐ
পাপ হতে বেঁচে থেকে পুণ্যের পথে চল
রাত-দিন মনে মনে আসতাগফিরুল্লাহ বল।
দোজাহানের নাজাত তুমি প্রভুর কাছে চাও। -ঐ
আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা পেতে তওবা কর আজ
সঠিক পথে ফিরতে তুমি করো না সকাল-সাঁঝ।
দিন থাকতে তওবা করে খালিছ মুমিন হও। -ঐ
পাপ হ'লে মুমিন হৃদয় তওবা কর তড়িঘড়ি
এসো আল্লাহ্‌র ভয়ে জীবনটাকে নতুন করে গড়ি।
শেষ রাতে আল্লাহ্‌র দিকে হাতখানা বাড়াও। -ঐ

সোনালী অতীত

-রাক্বীবুল ইসলাম, মেহেরপুর।

এসো সোনালী অতীতকে ফিরিয়ে আনি
মুছে দেই সকলের চোখের পানি॥
বৈষম্যের বদ্ধ দুয়ার দূর করে দেই
দুঃখীজনের হক পূরণের শপথ নেই॥

এসো সবে মিলে পড়ি অহি-র বাণী- ঐ
সব মত ছেড়ে এসো অহি-র কাফেলায়
মুসলিম সকলে ঐক্যের গান গায়॥
সেদিন আবার সোনালী অতীত ফিরবে জানি- ঐ
সুদ-ঘুষ, মদপান দূর হবে যত পাপাচার
নোংরামি, রাহাজানি থাকবে না আর॥
ভারসাম্য ফিরবে সেদিন আমরা সবাই জানি।- ঐ

এসো হে জনতা

সোনামণি ডেকে বলে যায়, এসো হে জনতা সবাই॥
এসো ইসলামী আলোকে তাওহীদী পথে॥
এসো হে জনতা সবাই
কুরআনের পথ যে রাসূলের পথ
এই পথে চল হে মুসলিম সব॥
এসো এই পথের আলোকে তাওহীদী জগতে
জগতের মুসলিম ভাই, এসো হে জনতা সবাই। -ঐ
ইসলামী জ্ঞানের সাধনা কর।
নবীদের দেখানো পথে চল।
এই পথের আলোকে বিশ্ব জগতে
ডাক হে মুসলিম সবাই। -ঐ

আল্লাহ আমার রব

- আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, বগুড়া।

আল্লাহ আমার প্রতিপালক
আল্লাহ আমার রব,
এই পৃথিবীর মালিক তিনি
তাঁরই হাতে সব॥
তাঁকেই মোদের স্রষ্টা জেনে
তাঁর নবীকে রাসূল মেনে
সফলতা সম্ভব॥

পাপ সাগরে কভু যদি
যাই হারিয়ে ভুলে,
তওবা নায়ের পাল উড়িয়ে
আসব ফিরে কূলে।
পাপের সাথে আমরা কভু
রাখবনা সংশ্রব॥
জীবন গাছের পাতাগুলো
পড়বে যেদিন ঝরে,
বিরান হয়ে এই পৃথিবীর
সবই রবে পড়ে।
মরণের স্বাদ সেদিন
সবাই করব অনুভব॥

আমরা সোনামণি

- আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, বগুড়া।

এখন থেকেই শপথ নেব
আমরা সোনামণি
অহি-র আলোয় গড়ব মোদের
ছোট্ট জীবন খানি (২)
পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়
করব ঠিক জামা'আতে
শয্যা ছাড়ি উঠব সবাই
আযান শেষ না হতে (২)
ছালাত শেষে না ঘুমিয়ে
পড়ব আল্লাহ্র বাণী
আমরা সোনামণি। -ঐ
রামাযান এলে রাখব ছিয়াম
ক্বিয়াম করব রাতে
খুলে দিব দানের দু'হাত
রইব মুনাজাতে (২)

ভাঙ্গব প্রাচীর ভেদাভেদের
মিটবে হানাহানি
আমরা সোনামণি। -ঐ

আমরা ফুলের কলি

- আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ, বগুড়া।

আমরা সোনা আমরা মণি আমরা ফুলের কলি
অহি-র সুবাস বুকে নিয়ে এক সাথে পথ চলি।
সত্য কথা বলতে কভু পাইনা মোরা ভয়
সত্য বলার সাহস থাকলে বিজয় সুনিশ্চয় (২)
মিথ্যা কথার শিকলগুলো পায়ের নিচে দলি। –ঐ
আযান দিলে আমরা কেহ রইনা বসে ঘরে
ওযূ করে মসজিদেতে যাই ছালাতের তরে (২)
পিতা-মাতা, গুরুজনের কথা মেনে চলি। –ঐ

কুরআন শিক্ষা

-নাজমুন্নাহার, নওগাঁ।

মাগো আমি শিখবো নাকো হাট্টিমাটিম টিম
শিখবো আমি কুরআন থেকে আলিফ-লাম-মীম॥
১০টি করে ছওয়াব মাগো একটি হরফে
একথাটি অনেক দামী হাদীছে আছে॥
কষ্ট যতই হোক না মাগো থাকবো না জ্ঞানহীন। -ঐ
কুরআন হলো সেই সে বাণী মহান প্রভুর দান
কুরআন দিয়ে গড়লে জীবন হবো সফলকাম॥
দো‘আ করুন যেন আমি এই পথে থাকি বিরামহীন। -ঐ
কুরআন বুঝে পড়বো মাগো মানবো বিধান তার
হকের উপর কায়েম থেকে করবো তার প্রচার॥
দো‘আ কর মাগো আমায় আল্লাহ তাওফীক দিন। -ঐ

সীমাহীন রহস্য

-মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, খুলনা।

সুবহানাল্লাহ আল-হামদুলিল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
পূর্ণিমার চাঁদে দাও দৃষ্টি
কত সুন্দর আল্লাহ্র সৃষ্টি॥
মন ভরে দেখ উদয়-অস্তের রবি
চারিদিকে অসংখ্য রঙিন ছবি। -ঐ
সাগর ও বনের অনাবিল দৃশ্য
আছে সেথায় সীমাহীন রহস্য॥
ক্ষেতভরা ফসল সবুজ
বুঝিনি মোরা বড়ই অবুঝ॥
সবই আল্লাহ্র দান
তিনি বড়ই মেহেরবান॥ -ঐ
এসো সবে আল্লাহ্র প্রশংসা করি
রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ি। -ঐ

বাতিলের ঐ বদ্ধ দুয়ার

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, বগুড়া।

বাতিলের ঐ বদ্ধ দুয়ার খুলে
সোনামণিরা আয়রে দলে দলে
সাজাবো মোরা জীবনটাকে
অহীর ফুলে ফুলে॥
রাসূলের আদর্শ দিয়ে গড়ব জীবন মোরা
চাঁদনী রাতের গগন মাঝে আমরা দীপ্ত তারা (২)
পথ হারাদের আনব ফিরে
সঠিক পথের মূলে॥ -ঐ
কুরআন-সুন্নাহ্র মশাল জ্বেলে ঘুচাব অন্ধকার
ঘুণে ধরা এই সমাজটাকে করব সংস্কার (২)
সফল হয়ে পার হতে চাই
পুলছিরাতের পুলে। -ঐ